রাঁচি, শুক্রবার
19:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>214 >>04 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২১৪ >> << ০৪ঠা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

সেতু ভেঙে মৃত্যু এক শ্রমিকের

কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গের তমলুকের ঘটনা। ভাঙা ব্রিজের নিচে পাঁচ ঘণ্টা আটকে ছিলেন ওই শ্রমিক। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে একটি ভাঙা সেতুর সংস্কারের কাজ চলছিল। কাজ চলাকালীনই সেতুটি ভেঙে পড়ে। যে শ্রমিকেরা সেখানে কাজ করছিলেন, তারা সকলেই কম বেশি আহত হন। এক শ্রমিক ভাঙা ব্রিজের নিচে আটকে পড়েন। পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হয়। পুলিশ এবং স্থানীয় মানুষ পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় ২৯ বছরের শেখ শাহ আলমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলেন। কিন্তু তাম্রলিপ্ত হাসপাতাল জানায়, ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, তমলুক পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ওই সেতুটি বহুদিন ধরেই বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। বার বার পুরসভার কাছে আবেদন করলেও সেতুটির সংস্কার হয়নি। দিনকয়েক আগে সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হয়। বুধবার বেলার দিকে আচমকাই সেতুটি ভেঙে পড়ে। শেখ শাহ আলম এবং নাসিরুদ্দিন ভাঙা সেতুর নিচে আটকে পড়েন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় নাসিরুদ্দিনকে উদ্ধার করা হয়। তাকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু শাহ আলমকে বার করা যায়নি। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর তাকে বার করা হয়। শাহ আলমের পরিবার জানিয়েছে, উদ্ধারের সময়েও সে বেঁচে ছিল। হাসপাতালের পথে তার মৃত্যু হয়।

বাজার দর

SENSEX : 61431.74 -128.90
NIFTY : 18129.95 -51.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.24 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.05 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রাশিয়া, ইউক্রেন কৃষ্ণ সাগরের পথে শস্য চালানের মেয়াদ ৬০ দিন বাড়াতে সম্মত

কিয়েভঃ রাশিয়া এবং ইউক্রেন বুধবার তাদের চুক্তি ১৮ জুলাই পর্যন্ত দুই মাস মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয়েছে যাতে বিশ্বব্যাপী খাদ্য ঘাটতি কমাতে রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত কৃষ্ণ সাগরের মাধ্যমে ইউক্রেনের বন্দরগুলি থেকে শস্যের চালান বৈশ্বিক বাজারে যেতে পারে। তুরস্ক এবং জাতিসংঘের দ্বারা ইস্তাম্বুলে শেষ মূহুর্তে চুক্তি হওয়া পর্যন্ত সময় বর্ধিতকরণ প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। তুরস্ক এবং জাতিসংঘ উভয়ই আগের চুক্তিতে মূল ভূমিকা পালন করেছিল যা ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর প্রায় ১৫ মাস লড়াই সত্ত্বেও গত বছর থেকে তিন কোটি টন ভুট্টা, গম এবং অন্যান্য পণ্য পাঠানোর অনুমতি দিয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস চুক্তিটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ব্ল্যাক সি ইনিশিয়েটিভের গুরুত্ব - এবং জাতিসংঘ ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে সমান্তরাল সমঝোতা স্মারক - স্পষ্ট। এই চুক্তিগুলি বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ার পণ্যগুলি বিশ্বব্যপী খাদ্য চাহিদা মেটায়। তিনি বলেন, অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য সরবরাহ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কিছু মানুষ এবং জায়গায় পৌঁছেছে - যার মধ্যে রয়েছে ৩০,০০০ টন গম যা সুদানের ক্ষুধার্ত লোকদের খাওয়ানোর জন্য বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ভাড়া করা বিশেষ জাহাজে ইউক্রেন ছেড়ে গেছে। ইউক্রেনের উপপ্রধানমন্ত্রী ওলেক্সান্ডার কুব্রাকভ বলেছেন, তিনি খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার প্রচেষ্টার জন্য জাতিসংঘ এবং তুরস্কের কাছে কৃতজ্ঞ। এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হল কৃত্রিম বাধাগুলি অপসারণ করে শস্যের চালান কার্যকর করা।

রাশিয়ার চারটি বিমান ভূপাতিত করার খবরে বেলারুশে উচ্চ সতর্কতা জারি

বেলারুশ : বেলারুশের শক্তিশালী নেতা আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো সোমবার বলেছেন, সেনাবাহিনীকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। দক্ষিণ রাশিয়ার আকাশ থেকে চারটি বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। ৬৮ বছর বয়সী লুকাশেঙ্কো সাবেক সোভিয়েত দেশের বিমান বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড পরিদর্শন করেন। অসুস্থতার অভিযোগ ওঠার পর প্রায় এক সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকার পর তিনি জনসমক্ষে সামরিক ইউনিফর্ম পরে উপস্থিত হন। লুকাশেঙ্কো বলেন, ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের একটি অঞ্চলে এই ঘটনার পর বেলারুশ তিন দিনের জন্য সেনাবাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রেখেছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও ব্রায়ানস্ক অঞ্চলের গভর্নর আলেকজান্ডার বোগোমাজ জানিয়েছেন, ক্লিন্টসি শহরে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। শনিবার ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে বেশ কয়েকটি রুশ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ফুটেজ রাশিয়ার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

সবচেয়ে পুরনো হিব্রু বাইবেল বিক্রি ৪০৮ কোটিতে

নিউ ইয়র্ক : এক হাজার একশ বছর আগে হিব্রুতে লেখা বাইবেল বিক্রি হলো তিন কোটি ৮১ লাখ ডলারে। বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো হিব্রুতে লেখা বাইবেল এটি।

চামড়ায় বাঁধানো হাতে লেখা এই বাইবেল বিক্রি হয়েছে নিউ ইয়র্কে, সদবিস নিলামে। তিন কোটি ৮১ লাখ ডলারে(মুদ্রায় ৪০৮ কোটি টাকারও বেশি)।

তবে এই বাইবেল দামের ক্ষেত্রে বিশ্বরেকর্ড করতে পারেনি। এর আগে মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংস্করণ বিক্রি হয়েছে চার কোটি ৩২ লাখ ডলারে। অবশ্য লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির পাণ্ডুলিপির থেকে বেশি দাম পেয়েছে এই বাইবেল।

এবার ইসরায়েলে এএনইউ মিউজিয়ামে রাখা হবে এই বাইবেল। সদবিসের বিশেষজ্ঞ শ্যারন লিবেরম্যান মিন্টজ বলেছেন, ‘‘দাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এই বাইবেলের ক্ষমতা, প্রভাব ও গুরুত্ব কতখানি। এই বাইবেল মানবতার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।’’

হিব্রুতে লেখা সবচেয়ে পুরনো বাইবেল নিলামে বিক্রি হলো। হিব্রুতে লেখা সবচেয়ে পুরনো বাইবেল নিলামে বিক্রি হলো।

মিন্টজ বলেছেন, ‘‘এই বাইবেল ইসরায়েলে ফিরে যাচ্ছে দেখে তিনি আনন্দিত। এটা ডিসপ্লে করা থাকবে। মানুষ তা দেখতে পারবেন।’’

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত অ্যালফ্রেড এইচ মোজেস অলাভজনক অ্যামেরিকান ফ্রেন্ডস অফ এএনইউ-এর তরফ থেকে এই বাইবেল কিনেছেন। তারপর তা তেল আভিভে এএনইউ মিউজিয়ামে দান করা হচ্ছে। মোজেস বলেছেন, ‘‘হিব্রু বাইবেল হলো পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী বই। ইহুদিদের কাছে এই বই ফিরে যাচ্ছে বলে তিনি আনন্দিত।’’ এই নিলাম চার মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। দুইজন দরাদরি করেছিলেন।

এই বাইবেল ৮৮০ থেকে ৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে লেখা বলে মনে করা হয়।

বৃহত্তর পরিবহন নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করতে ইরান, রাশিয়ার চুক্তি

তেহরান : বুধবার ইরান ও রাশিয়া পশ্চিম সমুদ্রপথ এড়িয়ে উপসাগর ও ভারতের সাথে সংযোগকারী একটি বাণিজ্যিক পরিবহন নেটওয়ার্কের চূড়ান্ত অংশ নির্মাণে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে। ইরানের পরিবহন মন্ত্রী মেহরদাদ বজরপাশ তেহরানে তার রুশ সহপক্ষের সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।তিনি জানান, ইরানের উত্তরে ১৬৪ কিলোমিটার রেলপথের নির্মাণ কাজ তিন বছরের মধ্যে শেষ হবে। রাশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আজারবাইজান হয়ে ইরানের দক্ষিণ উপকূলরেখা এবং সমুদ্রপথে ভারতে যাওয়ার আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডোর (INSTC) এর একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটি বর্তমানে নেই। রাশিয়া এবং ইরান উভয়ই আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে যা বাণিজ্যকে সীমিত করে রেখছে। প্রায় ৭,২০০ কিলোমিটার জুড়ে জাহাজ, রেল এবং সড়ক পথের মালবাহী নেটওয়ার্কটি ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী সুয়েজ খাল এড়িয়ে গেছে। অন্যথায় তা রাশিয়ার কিছু সমুদ্রবাহিত পণ্য পরিবহন করতো। ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, যিনি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, যিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেখানে বক্তব্য রাখেন, উভয়ই চুক্তির অর্থনৈতিক সুযোগের প্রশংসা করেছেন।

বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ জয় পশ্চিমবঙ্গের এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী পিয়ালির

কলকাতা : বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট মাকালু জয় করলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহী পিয়ালি বসাক । পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চন্দননগরের মেয়ে পিয়ালি কয়েকমাস আগেও একবার চেষ্টা করেছিলেন ওই শৃঙ্গ অভিযানে। সেবার বাবার অসুস্থতার কারণে ফিরে এসেছিলেন। এবারে ফের তাঁর জেদ ও সংকল্প তাঁকে বড় সাফল্য এনে দিতে সহায়তা করেছে।

এভারেস্ট ও লোৎসে জয়ী পিয়ালী অভিজ্ঞ পর্বতারোহী। এবার এই শৃঙ্গ জয় করে মুকুটে নয়া পালক যোগ করলেন তিনি। বুধবার ১৭ মে সকালেই পিয়ালি মাউন্ট মাকালুর শৃঙ্গ স্পর্শ করেছেন।

গত ৯ মার্চ অন্নপূর্ণা ও মাকালু পর্বত শৃঙ্গ জয় করার লক্ষ্যেই চন্দননগরের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন বঙ্গতনয়া। ১৭ এপ্রিল সোমবার গায়ে জ্বর নিয়েই অন্নপূর্ণা পর্বত শৃঙ্গ অভিযান করেছিলেন তিনি। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারেন, বাবা অসুস্থ, পিয়ালি ফিরে আসেন বাড়িতে। সাফল্যের পেছনে রয়েছে পিয়ালির জেদ, একরোখা মনোভাব। ২৪ এপ্রিল বাড়ি ফিরে এসে তিনদিনের মধ্যেই তিনি রওনা হন মাকালুর উদ্দেশে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মাকালু বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। ফের আরও একটি আট হাজারি শৃঙ্গ জয় করে তিনি নজির গড়লেন। ২০২১ সালে সপ্তম উচ্চতম শৃঙ্গ ধৌলাগিরি জয় করেন তিনি। ২০২২ সালে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্ট আরোহন করেছিলেন। তার ঠিক পরেই লোৎসে সামিট করেন। আর এবার জয় করলেন বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ।

পরিষেবা

নজরদারি ও পুলিশের তৎপরতা না থাকলে শুধু আবেদনে সাড়া মিলবে কি?

অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের দাপট কবে কমবে?

পায়েল সামন্ত

কলকাতা : অ্যাম্বুলেন্স চালকদের অসহযোগিতার জেরে একের পর এক মৃত্যুর অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রী কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কিন্তু সিন্ডিকেটের দাপট কি কমবে?

কোথাও মৃত্যুর পর হাসপাতাল থেকে ঘাড়ে চাপিয়ে শব বহন। কখনো মৃত শিশুর বাবা ব্যাগে সন্তানের দেহ পুরে পাড়ি দিচ্ছেন দীর্ঘ পথ। কোনো ক্ষেত্রে বার বার বাধার ফলে বিলম্বের জেরে হাসপাতালের পথে রোগিণীর মৃত্যু। সাম্প্রতিক কালে নানা ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সবশেষ ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদে। উত্তরবঙ্গের কালিয়াগঞ্জে ব্যাগে ভরা শিশুর দেহ নিয়ে যখন তোলপাড় থামেনি, তার মধ্যেই সামনে এসেছে সালারের এক মহিলার মৃত্যুর ঘটনা।

সালারের বাসিন্দা চাঁদতারা বিবি কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। চিকিৎসক সালার থেকে বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠানোর পরামর্শ দিলে পরিচিত অ্যাম্বুলেন্স ডেকে রোগিণীকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, স্থানীয় অ্যাম্বুলেন্স চালকরা বাধা দেন।

সেই বাধা পেরিয়ে রওনা দিলেও কিছু দূরে চাঁদতারারঅ্যাম্বুলেন্স আটকে দেয়া হয়। তার পুত্র সাকিব আলি শেখের দাবি, বাইক দাঁড় করিয়ে গাড়ির গতিরোধ করে দুস্কৃতীরা। এখানে আর এক প্রস্থ বাদানুবাদের ফলে মূল্যবান সময় পেরিয়ে যায়। এই বাধা পার হওয়ার কিছু পরে রোগিণী পথেই মারা যান। কলকাতা থেকে জেলায় বিভিন্ন সময় এ ধরনের অভিযোগ ওঠে। প্রশাসনের টনক নড়ে যখন কারো প্রাণ যায়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, কলকাতার বাইরে অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের দাপট প্রবল। সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা থাকলেও চাহিদা অনেক বেশি। স্থানীয় চালকরা সেই সুযোগ নেন।

ইচ্ছে মতো ভাড়া হাঁকান চালকরা। অসুস্থ রোগীর স্বার্থে অনেক বেশি ভাড়ায় অ্যাম্বুল্যান্স নিতে হয়। বাইরে থেকে গাড়ি বা অ্যাম্বুল্যান্স আনার উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়তে হয় বাইরে থেকে আসা চালককে। রোগীর পরিবারকে হাসপাতাল থেকেই অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিতে কার্যত বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ।

শহর-গ্রামের হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতি রয়েছে। এক্ষেত্রে তার কী ভূমিকা? কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি, তৃণমূল বিধায়ক ডা. সুদীপ্ত রায় বলেন, ‘‘এক বছর বয়স পর্যন্ত শিশু ও তার মাকে হাসপাতালে আসাযাওয়ার জন্য নিখরচায় পরিষেবা দেয় রাজ্য সরকার। এছাড়া সাধারণের জন্যও বিনামূল্যের পরিষেবা আছে। তবে অস্বীকার করা যাবে না, দালালচক্র মানুষকে বিভ্রান্ত করে বাড়তি টাকা নিচ্ছে।’’

গত জানুয়ারিতে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেয়ায় একজনকে গ্রেফতার হতে হয়। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মৃত এক রোগিণীর ভিডিও ভাইরাল হয়। অভিযোগ, তার মৃত্যুর পর শববাহী গাড়ি মেলেনি। স্থানীয় অ্যাম্বুলেন্সের দাবি অনুযায়ী টাকা না থাকায় মৃতার দেহ কাঁধে করে রওনা দেন তার পুত্র।

এই ছবি ভাইরাল করার দায়ে অ্যাম্বুলেন্স সংগঠনের অভিযোগের ভিত্তিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া অঙ্কুর দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্তা অঙ্কুরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খারিজ করে দেন মৃতার ছেলেই। অনেকের মতে, এই ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে রাজ্যে সিন্ডিকেট কতটা প্রভাবশালী।

অঙ্কুর বলেন, ‘‘একের পর এক ঘটনা ঘটে গেলেও অ্যাম্বুলেন্স চালকরা তাদের মনোভাব পাল্টাননি। মানবিকতা বলে কিছু নেই, সবটাই ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ-প্রশাসনের আরো তৎপরতা প্রয়োজন।’’

অতিমারির লকডাউন পর্বে সরকার অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া বেধে দেয়। এসি গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটার ২৫ টাকা ও নন এসি গাড়ির ক্ষেত্রে ২০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের ২০২০ সালের অক্টোবরের এই বিধি কোনো সময়ই কি মান্য করা হয়?

এই সূত্রেই প্রশ্ন উঠছে নজরদারি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। সালারের ঘটনায় পুলিশ তিনজন চালককে গ্রেফতার করেছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও বলেছেন, ‘‘চালকদের জুলুম বরদাস্ত করা হবে না। দপ্তর নির্ধারিত ভাড়া নিতে হবে। প্রয়োজন হলে কম টাকায় পরিষেবা দিতে হবে।’’

এই বার্তায় মানবিক আবেদন আছে। নজরদারি ও পুলিশের তৎপরতা না থাকলে শুধু আবেদনে সাড়া মিলবে কি? না চাঁদতারা বিবির মতো আরো অভিজ্ঞতাই হবে ভবিতব্য!

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

অভিষেকের নির্দেশের এক সপ্তাহ হলেও এখনো কমিটি নিয়ে বৈঠক হয়নি, ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে অপসারণের দাবি তুললেন খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ

মালদা ঃ অভিষেক ব্যানার্জি দলীয় বৈঠকে এক সপ্তাহের সময়সীমা বেধে দিয়েছিলেন। একই অঞ্চলের দুইজন অঞ্চল সভাপতি থাকা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে। কত টাকার লেনদেনে অঞ্চল সভাপতি দুইজনকে করা হয়েছে এমনটাও প্রশ্ন তুলেছিলেন নাকি তিনি। কিন্তু এক সপ্তাহ হতে চলল এখনো কমিটি নিয়ে কিছু করা হয়নি। এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধক্ষ্য। সাথে ব্লক সভাপতির অপসারণের দাবিও তুলেছেন তিনি।ফের প্রকাশ্যে এল শাসকের অভ্যন্তরীণ সংঘাত। মুখ খুলতে নারাজ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (বি) ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মানিক দাসকে অপসারণের দাবি তুলেছেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ কেরামউদ্দিন আহম্মেদ। প্রসঙ্গত চলতি মাসের ৪ তারিখ নবজোয়ার কর্মসূচিতে এসে মালদায় দলীয় নেতৃত্ব কে নিয়ে একটি বৈঠক করেন অভিষেক ব্যানার্জি।সুত্র মারফত জানা গেছিল সেই বৈঠকে দুর্নীতি এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখতে নেতৃত্বকে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন অভিষেক।যদিও বৈঠকের বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেন নি কেউই।সেই বৈঠকেই নাকি হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মানিক দাস কে ধমক দিয়েছিলেন অভিষেক। ওই ব্লকের অন্তর্গত ৪ টি অঞ্চলে দুইজন অঞ্চল সভাপতি থাকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।কত টাকার বিনিময়ে পদবন্টন হয়েছিল এমনটা নাকি প্রশ্ন তুলেছিলেন। আর স্বচ্ছ কমিটি করার জন্য বেঁধে দিয়েছিলেন এক সপ্তাহের সময়সীমা।কিন্তু এক সপ্তাহ হতে চললেও কমিটি নিয়ে এখনো বৈঠক করেন নি ব্লক সভাপতি মানিক দাস। তাই তাকে অপসারণ করতে হবে। ক্যামেরার সামনে এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন খাদ্য কর্মাধক্ষ্য কেরামুদ্দিন আহম্মেদ। যদিও সমগ্র বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এটেছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।মুখ খুলতে চাননি মানিক।যে দলের অভিভাবক দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের প্রত্যেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত হবে।যে গোষ্ঠী ভাগ পাবে না সে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলবে।এমনটাই কটাক্ষ বিজেপির। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ফের অস্বস্তিতে তৃণমূল।

চুরির ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার, চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি আশিঘর ফাঁড়ির অন্তর্গত ভোলানাথ পাড়ার শিল্পাঞ্চল এলাকার একটি গোডাউনে চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে দুজনকে গ্রেপ্তার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। তাদের হেফাজতে নিয়ে বুধবার ভোর রাতে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ। বাকিদের খোঁজ করছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

ওই গোডাউন ও সেখানে থাকা একটি কারখানার সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পাওয়া যায় চারজন ওই গোডাউন থেকে সামগ্রী চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে। চুরির ঘটনাটি ঘটে ৩০ তারিখ রাতে। চলতি মাসের ৩ তারিখে আশিঘর ফাঁড়িতে চুরি সংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সেই গোডাউনের ম্যানেজার। মিডডেমিল কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বাড়ি থেকে প্রায় কিছুটা দূরেই কৃষকের মৃতদেহ উদ্ধাকে ঘিরে চাঞ্চল্য

মালদা ঃবাড়ি থেকে প্রায় কিছুটা দূরেই কৃষকের মৃতদেহ উদ্ধাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছাড়ালো বুধবার সকালে মালদা জেলার বামন গোলা থানার পাটুল এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত কৃষকের নাম বিন্দু ওরাও বয়স (৫০)বছর। পরিবারের রয়েছে স্ত্রী সহ এক ছেলে ও দুই মেয়ে। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আরো জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে পরিবারের সাথে। আজ সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে জমির পাশে ওই কৃষকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাই স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পরিবারের সদস্যরা। এরপর খবর দেওয়া হয় বামন গোলা থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে পাঠায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত কৃষকের পরিবারসহ গোটা গ্রামে।

অল বেঙ্গল মিডডে মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যরা বিভাগীয় প্রধানের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছেন

শিলিগুড়ি ঃ জীবনের সুরক্ষা নেই। তবুও কাজে অনীহা নেই। তথাপি কোনও সুযোগ সুবিধা মিলছে না, এমনকি সময় মত পারিশ্রমিকও অমিল। ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বুধবার শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন AIUTUC অনুমোদিত সারা বাংলা মিডডেমিল কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

আয়া মাসী দের হাসপাতাল থেকে বের করে দেওয়া নিয়ে তুমুল উত্তেজনা

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের অধীনে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলি থেকে মঙ্গলবার রাতে আয়া মাসিদের বের করে দিলো মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ। মাঝরাতে বিপাকে রোগীর পরিবার গুলি। ঘটনায় হাসপাতালের গার্ড দের সাথে তুমুল বচসা আয়ামাসী দের। উত্তেজনা হাসপাতাল চত্তরে। উত্তেজনা প্রশমনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ।

ঘটনায় মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাক্তার কল্যান খাঁ টেলিফোনে জানান, আইন অনুযায়ী রোগীর সাথে একজন করে পরিবারের লোক থাকার নিয়ম। কোনো ভাবেই আয়া বা এটেনডেন্ট রাখবার নিয়ম নেই। আর সরকারি আইন আমরা মেনে চলতে বাধ্য। এইক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই বলে জানান তিনি।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখা শিবিরে দেখা মিলছে বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের কর্মী সমর্থকেরা

আলিপুরদুয়ার ঃ তৃণমূলের শিবিরে দেখা মিলছে বিজেপি কর্মীদের ও । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর কালচিনি ব্লকের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা থেকে একশো দিনের কাজ সহ নানা বিষয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখার কাজ চলছে । তবে এই চিঠিতে শুধু তৃণমূল কর্মীসমর্থকরাই নয়, বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের কর্মী সমর্থকেরা যারা একশ দিনের কাজ টাকা পাননি তারাও এগিয়ে এসে চিঠিতে সই করছেন, এমনই দাবি আইএনটিটিইউসির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক আনন্দ চন্দ। তিনি বলেন, বুধবার কালচিনি ব্লকের হাসিমারা সহ বিভিন্ন এলাকায় শিবির করে আমরা কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে শিবির করে চিঠি লেখার কাজ করছি ।সেখানেই লক্ষ করা গেল এখানে শুধু তৃণমূলেরই নয়, বিজেপি ও সিপিএমের নিচু তলার কর্মীরাও এতে নিজেদের স্বাক্ষর দিচ্ছেন। এবং যারা একশ দিনের টাকা পায়নি সবাই তৃণমূলের শিবিরে আসছে ।

বজ্রপাতে মৃত এক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ ¯ গোরু আনতে গিয়ে বুধবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ বজ্রাঘাতে মারা গেলো এক ব্যাক্তি । মৃতের নাম জয়দেব মাহারা বাড়ী তিলপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অজয়পুর গ্রামে । মৃতের ভাইপো বিষ্ণু মাহারা বলে, গোরু আনতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মারা যায় দুপুর আড়াইটা নাগাদ । তৃণমূল নেতা কাজল শা বলে, ঝড় উঠার সময় বাড়ীর কাছে টাঙা দেওয়া গোরু আনতে যাওয়ার সময় বজ্রঘাতে মারা যায় । মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।

স্ত্রীর বেতন বন্ধ রাখার অভিযোগে সিএমএইচকে হেনস্থা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি একনং ব্লকের খটঙগা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড়চাতুড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক টিঙকু শিরমনি । টিঙকুর স্বামী অনুতেষ বিশ্বাস নিজেকে ডব্লিউবিসিএস অফিসার হিসাবে পরিচয় দেয় । স্ত্রীর বেতন বন্ধ রাখার অভিযোগে বুধবার বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ীকে কার্যালয়ের মধ্যে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠে অনুতেষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে । মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ী বলেন, অফিসে গন্ডগোল হয়েছিল ডিএম স্যারের কাছে বসে আমরা আলোচনা করলাম । আমাকে মারধর করা হয় নি কিন্তু মারতে উদ্যত হয়েছিল । জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, আয়ুষ বিভাগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বড়চাতুড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রায় পনেরো মাস ধরে কর্মরত ওয়াকিং সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে উত্তেজনা।

ঝড় বৃষ্টি মৃত দুই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে নাগাদ আকাশ কালো করে শুরু হয় বৃষ্টি সঙ্গে ছিল মেঘ ডাকা বীরভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে । বুধবার রাতে ঝড়বৃষ্টির সময় সারদুয়ারি কনকপুর গ্রামের রোহিত কোনাইয়ের কাঁচাবাড়ি ভেঙে পড়ে তখন রোহিত সপরিবার ঘুমোচ্ছিল বাড়িতে । দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সঙ্গীতা কোনাই (২) । জখম হয় তিনজন তাঁদের মধ্যে এক শিশু রয়েছে । জখমরা মুরারই ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । গোরু আনতে গিয়ে বুধবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ বজ্রাঘাতে মারা গেলো এক ব্যাক্তি । মৃতের নাম জয়দেব মাহারা বাড়ী তিলপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের অজয়পুর গ্রামে । মৃতের ভাইপো বিষ্ণু মাহারা বলে, গোরু আনতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মারা যায় দুপুর আড়াইটা নাগাদ । তৃণমূল নেতা কাজল শা বলে, ঝড় উঠার সময় বাড়ীর কাছে টাঙা দেওয়া গোরু আনতে যাওয়ার সময় বজ্রঘাতে মারা গেল।

হামলাকারীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সিউড়ি শহরে ধিক্কার মিছিল

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ সিউড়ি একনং ব্লকের খটঙগা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড়চাতুড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পনেরো মাস ধরে আয়ুষ বিভাগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক পদে কর্মরত টিঙ্কা শ্রীমানী । টিঙ্কার স্বামী অমিতেষ বিশ্বাস নিজেকে ডব্লিউবিসিএস অফিসার হিসাবে পরিচয় দেয় । স্ত্রীর বেতন বন্ধ রাখার অভিযোগে বুধবার সাতেরো মে বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রী আড়ীকে কার্যালয়ের মধ্যে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠে অমিতেষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসের কর্মীদের বিরুদ্ধে পাল্টা মারধরের অভিযোগ করে অমিতেষ । দুইপক্ষকে ডেকে নিজের অফিসে আলোচনা করেন জেলাশাসক বিধান রায় । ঘটনার প্রতিবাদে এবং হামলাকারী অমিতেষ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার সিউড়ি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর থেকে শুরু করে একটি ধিক্কার মিছিল করে বীরভূম জেলার স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীবৃন্দ । পুলিশ সুপারের দপ্তরে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করেন চারজন । ডেপুটি সিএমওএইচওয়ান দেবাশীষ সাহা বলেন, সিএমওএইচ বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি । আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই । এসপি স্যারকে গোটা ঘটনা জানালাম । এফআইআর করা হয়েছে । অমিতেষ বিশ্বাসের অভিযোগ প্রসঙ্গে ডেপুটি সিএমওএইচওয়ান বলেন, করতেই পারেন আমাদের কিছুই বলার নেই ।

পুলিশি অভিযানে দিনহাটার গিতাল দহ এলাকায় গ্রেফতার ছয় তৃণমূল নেতা কর্মী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি আগ্নেয় অস্ত্র এবং ১১ রাউন্ড গুলি

কোচবিহার ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল এবং তার জেরে প্রতিনিয়ত হিংসার ঘটনায় এবার নড়েচড়ে বসলো জেলা পুলিশ প্রশাসন। আজ সন্ধ্যের পর পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে দিনহাটার গীতালদহ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৬ জন তৃণমূল নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং এগারো রাউন্ড গুলি। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় অঞ্চল সম্পাদক মনিরুল হাসান, অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান জাকির হোসেন সহ মোট ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। দিনহাটার গীতালদহে অবস্থিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা গোটা এলাকায়।

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এলাকা দখল কে কেন্দ্র প্রতিনিয়ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গত কয়েকদিনে সেই গোষ্ঠী কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের বাড়িতে হামলা এবং গত রবিবার রাতে গিতালদহ জারিধরলা এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে ওই এলাকা। সংঘর্ষের গুরুতর যখম হয় এক তৃণমূল কর্মী। সীমান্তবর্তী ওই জারিধরলা এলাকায় সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সীমান্তে থাকা বিএসএফ জাওয়ানরা। বিএসএফ জওয়ানরা ওই তৃণমূল কর্মীকে উদ্ধার করে। এবং পুলিশে খবর দেয়। আহত ঐ তৃণমূল কর্মীর কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়অস্ত্র এবং বেশ কিছু তীর। তারপর থেকেই সোম ও আজ মঙ্গলবার অবশেষে সমস্ত ঘটনা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। আজ সন্ধ্যার পর থেকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ৬ জনের মধ্যে রয়েছে ফিরদৌস আলী, মনিরুল হাসান, জাকির হোসেন, আবু আল আজাদ, মিলন বর্মন, সাজ্জাদ হোসেন। এদের মধ্যে মনিরুল হোসেন গিতালদহ ২ গ্রাম অঞ্চলের তৃণমূলের অঞ্চল সম্পাদক, জাকির হোসেন গিতালদহ ১ অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান। পাশাপাশি আবু আল আজাদ বহিস্কৃত তৃণমূল নেতা এবং নাগরিক পঞ্চায়েত দিনহাটা এক ব্লকের কনভেনার হিসেবে পরিচিত। এদিন রাতে কোচবিহার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানান, গিতালদহের ঘটনায় ৬ জন কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ১১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। তবে এই ঘটনায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, যদি তাদের কাছে কোন আগ্নেয় অস্ত্র পাওয়া যায় যদি কারো কাছে বন্দুকের গুলি পাওয়া যায় তাহলে সে অপরাধী দুস্কৃতি। তার কোন জাত হয় না তার কোন ভাষা হয় না, তার কোন পার্টি বা দল হয় না , পুলিশ যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। পশ্চিমবাংলায় আইনের অনুশাসন আছে বলেই দুস্কৃতীরা যেকোনো রাজনৈতিক দলেই ঢুকে থাকুক পুলিশ তাদের ধরে বের করবেই, এবং গারদে ভরবে এটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ। এ বিষয়ে জেলা বিজেপির সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, যেভাবে তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল বেড়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আরো সংঘর্ষ বাড়বে। পঞ্চায়েতি ক্ষমতা কোন নেতার হাতে থাকবে এটা নিয়েই তৃণমূলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল, কারণ পঞ্চায়েতে জায়গাটি কাট মানি রোজগারের জায়গা, সে কারণেই এই জায়গা কেউ ছাড়তে রাজি না তার কারণেই এত মারামারি গন্ডগোল তৃণমূলের নেতাদের মধ্যে । পুলিশ যদি এভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে এবং যারা হার্মাদ তাদের গ্রেফতার করে তাহলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলায় অশান্তি অনেকটা কমবে।

ভয়াবহ আগুন হিজল ফরেস্টে

মালদা ঃ এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর ।আবারো ভয়াবহ আগুন হিজল ফরেস্টে ।ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের সিঙ্গাবাদ ও তিলাসন গ্রামের মাঝে অবস্থিত এই হিজল বোন ।জানাযায় আজ সকাল ৮৩০ মিনিটে নাগাদ আগুন লাগে এই হিজল ফরেস্টে ।বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভয়ংকর রূপ নেই এই হিজল ফরেস্টের আগুন ।এইখানকার স্থানীয় এক বাসিন্দা প্রথমে আগুন দেখে অনুরাধাপুর বিএসএফ ক্যাম্পে খবর দেয় ।তড়িঘড়ি করে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিএসএফ ৪৪ ব্যাটেলিয়ান অনুরাধাপুর ক্যাম্পের জোয়ানরা।এই আগুন নিভাতে তড়িঘড়ি বিএসএফ ৪৪ ব্যাটেলিয়ান অনুরাধাপুর ক্যাম্পের ডেল্টা কোম্পানি কমান্ডেঃট মিথিলেশ কুমার এবং তার সাথীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন । খবর দেওয়া হয় হবিপুর থানায় ।ঘটনাস্থলে আসে একটি দমকল ইঞ্জিন ।

SJDA বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের দোকানের লাইসেন্স দিয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ বিধানমার্কেটে ব্যবসায়ীদের দোকানের লাইসেন্স প্রদান করে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, এখনো পর্যন্ত ১৮ জন ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স বিচারাধীন রয়েছে। তার মধ্যে এদিন তিনজন ব্যবসায়ীর লাইসেন্স নিয়ে শিলিগুড়িতে অবস্থিত শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয়ে শুনানি করা হয়। এই শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন SJDA চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, CEO SJDA সহ অন্যান্য বোর্ডের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, আগুনে পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বেশ কয়েকটি দোকান, এবার কোনো দোকানের রয়েছে একাধিক দাবিদার, এছাড়াও ছিল একাধিক কারণ। সেই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে এই কয়েকজন ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বিচারাধীন রাখা হয়।

এসএসবি দেখেই গরু ছেড়ে নেপালে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। ঘটনায় ৭টি গরু উদ্ধার করেছে এসএসবি

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির ভারত নেপাল সীমান্তের মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লালজি জোতে গরু পাচারের আগে রুখে দিল এসএসবির জওয়ানরা। এসএসবি দেখেই গরু ছেড়ে নেপালে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। ঘটনায় ৭টি গরু উদ্ধার করেছে এসএসবি। পরে উদ্ধার গরু নকশালবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। গোটা ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

হাতির তান্ডবে ভাঙল ঘর

শিলিগুড়ি ঃ প্রাণে বাঁচলো চার সদস্যের গোটা পরিবার। নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটো মনিরাম জোতে হাতির তান্ডব। লোকালয়ে খাবারের খোঁজে ঢুকে তান্ডব চালাল এক বুনো হাতি। এলাকায় চাষের জমিতে ক্ষয়ক্ষতি করার পাশাপাশি একটি ঘরের ভেতর ভাঙচুর করে হাতিটি। হাতির শব্দ পেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখান থেকে পালান পুষলাল সিংহের পরিবারের সদস্যরা। বাড়ির টিনের চাল ভাঙার পাশাপাশি আসবাবপত্রে ভাঙচুর হওয়ায় মাথায় হাত গোটা পরিবারের। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস স্থানীয় পঞ্চায়েত ও প্রধানের। জানা গিয়েছে কলাবাড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল হাতিটি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আমের ফ্লেভার মেশানো মিষ্টি উৎপাদনের কাজ শুরু

মালদা। । আমি নির্ভর মিষ্টি কি হতে পারে না মালদায়? গত ৪ মে মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে আম থেকে মিষ্টি তৈরি করা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতোই শুরু হয়ে গিয়েছে কাজ। আম নির্ভর এবং আমের ফ্লেভার মেশানো ইতিমধ্যে ১২ থেকে ১৪ রকমের মিষ্টি উৎপাদন করে প্রশাসনের কাছে প্রস্তুতিমূলক ভাবে পেশ করেছে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। মালদা জেলার মিষ্টি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে মূলত আম নির্ভর মিষ্টি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার দুপুরে এব্যাপারে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স , জেলা মিষ্টি ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে একটি আলোচনায় বসেন। সেখানেই আমের ফ্লেভার মেশানো রসকদম্ব, সন্দেশ, চমচম এরকমের প্রায় ১২ রকমের মিষ্টি পেশ করেন মালদার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো পাঁচ দিনের মধ্যেই আম নির্ভর মিষ্টি তৈরি হয়ে যাওয়ায়, এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স , মালদা ম্যাংগো অ্যাসোসিয়েশন এবং মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা একটি বৈঠক করেন। সেখানেই আমনির্ভরশীল বেশ কিছু মিষ্টির প্রাথমিক প্রস্তুতির উপকরণ পেশ করা হয়। যা দেখে খুশি প্রকাশ করেছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। ছানার সঙ্গে আমের ফ্লেভার মেশানো মিষ্টির স্বাদ চেখেও দেখেছেন প্রশাসনের কর্তারা । অপূর্ব রসালো সুস্বাদু এই আমের নির্ভরশীল মিষ্টি যে মালদার বাজার আরো বেশি করে ধরতে পারবে তা নিয়েও একপ্রকার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রশাসনের কর্তারা।

শিবা পলিক্লিনিক এর পক্ষ থেকে ফ্রি হেলথ চেকআপ ক্যাম্পের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ শিবা পলিক্লিনিক (shiba polyclinic)এর পক্ষ থেকে ফ্রি হেলথ চেকআপ ক্যাম্পের মাধ্যমে একটি অভিনব উদ্যোগ তুলে ধরলেন কর্ণধার প্রবীর সূত্রধর(আদিত্য)। বুধবার এস পি মুখার্জি রোড সংলগ্ন শিবা পলি ক্লিনিক এর শুভ উদ্বোধন করলেন ডঃ মৈনাক মুখার্জি। এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সবধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে জনগণের জন্য। ব্যাঙ্গালোরের গ্লোবাল হসপিটাল এর স্পেশালিস্ট চিকিৎসকেরা আগামী জুন মাস থেকে বসবেন এই ক্লিনিক এ, স্বাস্থ্যপরিসেবা উন্নত হওয়ার ক্ষেত্রেই এই পদক্ষেপ। এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সপ্তাহের প্রত্যেকদিন খোলা থাকবে। সময় সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।

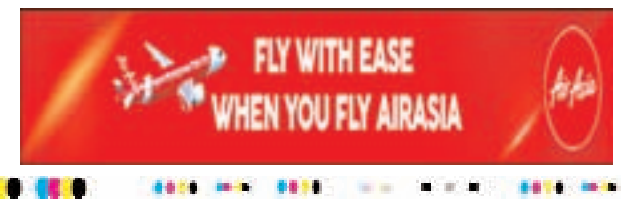

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

প্রশাসন ব্যবস্থা দিশপুর থেকে জেলায় নিয়ে আসার উদ্যোগ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

জেলা পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের রূপরেখা চূড়ান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থাকে দিশপুর থেকে জেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিশেষ করে রাজ্যের প্রত্যেক জেলাভিত্তিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের রূপরেখা চূড়ান্ত করেছেন তিনি। প্রথম অবস্থায় দিশপুর থেকে জেলা পর্যায়ে এবং পরবর্তী পর্যায়ে জেলা থেকে সেটা ব্লক পর্যায়ে প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিয়ে যেতে চাইছেন তিনি। এটাকে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া বললে উল্লেখ করে গ্রামের মানুষদের যাতে কাজের জন্য দিশপুরে আসতে না হয় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত তিনসুকিয়া এবং ডিব্রুগড় জেলার বিভিন্ন স্থানে ১৫, ১৬ এবং ১৭ মে তিনদিনের পঞ্চম জেলাশাসকদের বৈঠক আযোজন করা হয়েছে। বুধবার এই বৈঠকের তৃতীয় তথা অন্তিম দিন জেলাশাসকদের সঙ্গে ফের আলোচনায় মিলিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই বৈঠকে জেলা পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের রূপরেখা চূড়ান্ত

করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলার অভিভাবক মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবং জেলাশাসকদের মুখ্য সচিব হিসেবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। বিশেষ করে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থাকে উপর থেকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার তিনসুকিয়ার বরগুরিতে বিজেপির জেলা সমিতির নবনির্মিত স্থায়ী কার্যালয় ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন একটি লক্ষ্য দিশপুর থেকে শাসন যেন জেলা পর্যায়ে আসতে পারে। যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই শাসনব্যবস্থা দিল্লি থেকে রাজ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছেন ঠিক সেইভাবে অসমেও একই ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে। অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থা রাজ্য থেকে থেকে জেলা পর্যায়ে আনা হবে। পরবর্তী কালে সেটা জেলা থেকে সেটা ব্লক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এটা ডি সেন্ট্রালাইজেশনের এক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ জনতার যেকোনো কাজ যাতে নিজেদের জেলাতে সম্পন্ন হয়। তাদের যাতে এর জন্য দিশপুর আসতে না হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী জেলাশাসকদের গতানুগতিক কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হবে। সাধারণ রুটিন কাজের জন্য জেলাশাসকদের সময় অপব্যয় করতে আগ্রহী নয় সরকার। ফলে জেলার গতানুগতিক প্রশাসনিক কাজের জন্য অতিরিক্ত জেলাশাসক কিংবা সার্কেল অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক জেলাশাসক নিজেদের জেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কাজ করার সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্য শিক্ষা কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলার প্রতিটি কাজ নিজেদের তত্ত্বাবধানে করতে পারবেন প্রতিদিন জেলা শাসক। প্রশাসনিক ব্যবস্থার এই আমুল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা নিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া এর ফলে অভিভাবক মন্ত্রীদের দায়িত্ব এবং ক্ষমতাও অধিক বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস সহ অন্যান্য অভিভাবক মন্ত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীর এই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের রূপরেখাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আজ ১৯শে মে - ১৯ বাঙালির রক্তে রাঙানো ভাষা শহীদ দিবস

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ ১৯৬১ সালের ১৯ মে আসামের বরাক উপত্যকায় ১১ টি তরুণ প্রাণ মাতৃভাষার জন্য শহীদ হয়েছিল, নিজভূম ভারতবর্ষে। ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে আরও তিন তরুণ প্রাণ আত্মবলিদান দেয় সেখানে। তারও আগে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন মানুষ। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা তো প্রায় সকলেরই জানা, যদিও সেটা আমাদের রাষ্ট্রের বাইরে। তবে দুটো ক্ষেত্রেই মাতৃভাষার নাম বাংলা। অসমে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল অসমিয়া ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেউর্দু। এ লড়াই যেন দুটো ভাষার লড়াই নয়, বরং আধিপত্যবাদের লড়াই।

মাতৃভাষা আমাদের সকলেরই সহজাত, আর অন্য ভাষা তো অর্জন করতে হয়। অন্য ভাষায় আমরা কেউই নিজের মনের ভাব মাতৃভাষার মতো ব্যক্ত করতে পারি না। আমাদের জীবনের সমস্ত কিছু তিনটি জিনিসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় - ভাষা, চিন্তন ও জগৎ। ভাষা ছাড়া আমরা চিন্তা করতে পারি না। মাতৃভাষায় আমরা চিন্তা করি, কল্পনা করি, স্বপ্ন দেখি। ভাষা ছাড়া চিন্তন অসম্ভব। ভাষার উপর আঘাত হানতে পারলে চিন্তার জায়গাকে ক্ষতবিক্ষত করা সম্ভব হবে, আর সেটা সম্ভব হলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জগতকে বুঝতে পারবে না মানুষ। সে পঙ্গু হয়ে পড়বে। প্রশ্ন করবে না, শাসিত ও শোষিত হবে বিনা প্রশ্নে।

এই জায়গাগুলোতে অন্য (পড়ুন অসমিয়া বা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু)ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা করলে বাঙালি রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ত। বাংলা ভাষার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাষ্ট্রের নির্দেশনামা পড়তে ও বুঝতে পারতেন না সরকারি চাকরির পরীক্ষায় অসমিয়াদের থেকে পিছিয়ে পড়তেন তাঁরা। মাতৃভাষা কেড়ে নিলে জীবনের প্রায় সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ হলো শাসিতের উপর শাসকের চরম আক্রমণ ও আধিপত্য, যা সাদা চোখে বোঝা সহজ নয়। ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যালঘুরা গরিষ্ঠের শাসন মেনে নেন, যেমনটা হয়েছে বিভিন্ন জনজাতির ক্ষেত্রে এই ভারতভূমির দিকেদিকে । অসমে কিন্তু বাঙালি সংখ্যালঘু ছিল না, যেমন পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুভাষী ছিল হাতে গোনা। ২০১১ সালের শেষ আদমসুমারী অনুযায়ী ৮.৩ ভারতবাসীর মুখে বাংলা ভারতের দ্বিতীয় কথ্য ভাষা, হিন্দির পরেই আর বাংলা-ভাষীর তালিকা নিম্নরূপঃ

পশ্চিমবঙ্গে ৮৬.২২
ত্রিপুরায় ৬৫.৭৩
অসমে ৫৫.১০ (লক্ষণীয় ঃ বরাক উপত্যকায় ৮০.৮৪, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ২২.০৯)
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২৮.৪৯
ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়ে প্রায় ১০
বাকি রাজ্যে ৫ এর নিচে

ভাষার এই সংগ্রাম শুধু বাঙালিদের একচেটিয়া, এরকম মনে হতে পারে। দক্ষিণ ভারতে ভাষা আন্দোলন বহু দশক ধরে চলেছে এবং এখনও চলছে। আর সংবিধানে স্বীকৃত ভাষার তকমা পেতে মৈথিলি, কোঙ্কনির, সাঁওতালিকে জনজাতি ভাষার মর্যাদা দিতেও দেরি করা হয়েছে অনেক।

আমরা সকলেই জানি ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, যা বাংলাদেশের ১৯৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা সংগ্রামের ফলস্বরূপ। এর স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আজকে যখন সারা দেশ জুড়ে আধিপত্যবাদের রাজনীতি চরমে, যখন মানুষের বিভিন্ন অধিকারে নানা ভাবে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা বাড়ছে, বিশেষত যেখানে অসমে বর্তমান সময়ে নাগরিক পঞ্জী নবায়নের নামে হাজার হাজার বাঙালিকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এরকম একটি সময়ে দাঁড়িয়ে ২১ ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি অসমে সংঘটিত ১৯ মে'র ভাষা আন্দোলনের কথাও চর্চায় উঠে আসা একান্ত জরুরি।

১০ অক্টোবর, ১৯৬০ সালের সেই সময়ের অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা অসমীয়াকে রাজ্যের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উত্তর করিমগঞ্জএর বিধায়ক রনেন্দ্র মোহন দাস এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।কিন্তু অসমের কাছাড় উপত্যকার বেশীরভাগ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। বাংলাভাষীরা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি।১৯৬০ সালের এপ্রিলে, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে অসমীয়াভাষাকে প্রদেশের একমাত্র দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার একটি প্রস্তাবের সূচনা হয়। এতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। অসমীয়া উত্তেজিত জনতা বাঙালি অধিবাসীদের আক্রমণ করে। জুলাই ও সেপ্টেম্বরে সহিংসতা যখন উচ্চ রূপ নেয়, তখন প্রায় ৫০,০০০ বাঙালি হিন্দু ব্রহ্মপুত্রউপত্যকা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যায়। অন্য ৯০,০০০ বরাক উপত্যকা ও উত্তরপূর্বের অন্যত্র পালিয়ে যায়। ন্যায়াধীশ গোপাল মেহরোত্রার নেতৃত্বে এক ব্যক্তির একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কামরূপজেলার গোরেশ্বর অঞ্চলের ২৫টি গ্রামের ৪,০১৯টি কুঁড়েঘর এবং ৫৮টি বাড়ি ধ্বংস ও আক্রমণ করা হয় এই জেলা ছিল সহিংসতার সবচেয়ে আক্রান্ত এলাকা। নয়জন বাঙালিকে হত্যা করা হয় এবং শতাধিক লোক আহত হয়।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বাঙালিরা আক্রান্ত হন। প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ বাঙালি আসাম ছাড়তে বাধ্য হন। নয় জন বাঙালি নিহত হন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চলিহা পুনরায় প্রস্তাব আনেন, অসমিয়া হবে আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা। এ সবের বিরোধিতা চলতে থাকে, মূলত বাঙালিরাই করেন।১০ অক্টোবর, ১৯৬০ সালের সেই সময়ের অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদচলিহা অসমীয়াকে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উত্তর করিমগঞ্জএর বিধায়ক রণেন্দ্রমোহন দাস এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়।

তাহলে কী ছিল এই ভাষা বিলে?১৯৬০-এর ১৪ অক্টোবর তারিখে প্রস্তাবিত এই রাজ্যভাষা বিলে বলা হয়েছিল , রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে অসমিয়া গৃহীত হবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ইংরেজির ব্যবহার চলছিল তেমনই চলবে যার স্থানে পরবর্তীতে হিন্দি ব্যবহৃত হবে। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য শুধুমাত্র কাছাড় জেলায় বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই বিলের সঙ্গে একটি বিশেষ বিধি সংযোজন করে দেওয়া হয়েছিল। যে বিধিতে বলা হয়েছিল The Bengali language shall be used for administrative and other official purposes upto and including the district level in the district of Cachar until the Mahkuma Parishads and Municipal Boards of the district in a joint meeting by a majority of not less than twoþþthirds of the members present and voting decide in favour of adoption of the official language for use in the district এখানে উল্লেখ্য যে, এই বিধি শুধুমাত্র কাছাড় জেলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, অন্য কোনও জেলার জন্য নয়। এভাবে মহকুমা পরিষদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ভবিষ্যতে এই বিধিকে বাংলাভাষী প্রধান কাছাড় জেলায় অসমিয়া ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হতে পারে বলে বাংলা ভাষাভাষীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। নানা পক্ষের বিরোধিতার মধ্যেই ২৩ অক্টোবর তারিখে এক তরফাভাবে কেবল মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে বিলটি পাশ হয়ে যায়। যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অন-অসমিয়াদের দাবি ছিল অসমিয়া, বাংলা ও ইংরেজি বা হিন্দি এই তিনটি ভাষাকে সরকারি ভাষা করার সেখানে এই বিলটি বাঙালিদের সঙ্গে সঙ্গে অসমে বসবাসকারী অন্যান্য অন-অসমিয়া উপজাতিদের মাতৃভাষা চর্চার অধিকারকেও কেড়ে নিতে চেয়েছিল।

এই সময়েই যে প্রথমবারের মত অসমে বসবাসকারী বাঙালিরা বা অন্যান্য অন-অসমিয়া জাতিরা ভাষিক আগ্রাসনের শিকার হয়েছেন এমন কিন্তু নয়। এর আগেও ১৯৫৪ সালের বাজেট অধিবেশনে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্য ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। যদিও বিভিন্ন অন-অসমিয়া ভাষাগোষ্ঠী বিশেষত অসমে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতিদের তীব্র বিরোধিতায় এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। এভাবেই সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত ভাবে বারবার অসমিয়া ভাষা জোর করে চাপিয়ে দিয়ে মাতৃভাষার অধিকার খর্ব করার একটি অপচেষ্টা জারি ছিল। যা চূড়ান্ত রূপ পায় ১৯৬০ সালে এসে। সেই বছরের এপ্রিলে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস দলের সভায় কেবলমাত্র অসমিয়াকে রাজ্য ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখা হয়। কাছাড় জেলার প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নামক প্রহসনের নিরিখে পাশ হয়ে যায়। মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করতে নির্দেশ দেওয়া হলে মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা মত প্রকাশ করেন যে, রাজ্যে অন-অসমিয়া ভাষাভাষীদের মধ্যে থেকে এই প্রস্তাব এলে তা সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত রূপে গণ্য করা যেত।

অসমে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী তথা অন্যান্য অন-অসমিয়ারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে তাদেরকে চাপ দিয়ে এই সিদ্ধান্তটিকে মেনে নিতে বাধ্য করতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ওপর শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন। যা কিছুদিনের মধ্যেই সারা রাজ্য জুড়ে ভয়াবহ দাঙ্গার রূপ নেয়। এই দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধান করতে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। যার দায়িত্বে ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি গোপালজি মেহরোত্রা।এই কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এই ভাষিক দাঙ্গা ছিল সম্পূর্ণ সংগঠিত ও সুপরিকল্পিত I would therefore, hold that the disturbance of Goreswar were preþþmediated and not sudden . They were not sporadic but the operations were carried on in a systematic manner and there were some people behind the whole disturbances who had a clear idea of the pattern and method to be adopted and who had managed to get buses, trucks, jeeps and even fire arms

এমনকি সে সময়ে অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোরেশ্বর অঞ্চলে যে দাঙ্গা হয়েছিল তাতে পুলিশ প্রশাসন নিস্পৃহ থেকে পরোক্ষ ভাবে মদত যুগিয়েছিল বলেও এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যেই অসমিয়া ভাষাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্তে চূড়ান্ত সিলমোহরটি বসানোর চেষ্টা হিসেবে বিধানসভায় আনা হল ভাষা বিলের প্রস্তাব। এই বিলটিকে আপাতদৃষ্টিতে অসমে বসবাসকারী সকল ভাষাভাষির গোষ্ঠীর রক্ষাকবচ বলে মনে হলেও এর আড়ালে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। এই বিলের সাথে যুক্ত করে দেওয়া মহকুমা বিধিটি থেকে একথা স্পষ্ট যে আসলে বাংলা ভাষায় কাজকর্মের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তেরই এটি ছিল একটি অংশ।

বরাক উপত্যকার বাঙালীদের ওপরে অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদ' নামক একটি সংগঠনের জন্ম হয়। অসম সরকারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৪ই এপ্রিল ১৯৬১ সালে শিলচর, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি সহ এই অঞ্চলের দলমত নির্বিশেষে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষীরা সংকল্প দিবস পালন করেন। বরাকেরজনগণেরমধ্যেসজাগতাসৃষ্টিকরারজন্যএইপরিষদ২৪এপ্রিলদীর্ঘএকটিপদযাত্রাওশুরুকরেছিলজনমতসৃষ্টিরউদ্দেশ্যে।২রামেনয়দিন ব্যাপী এই পদযাত্রা শেষ হয়। এই পদযাত্রায় অংশ নেওয়া সত্যাগ্রহীরা প্রায় ২০০ মাইল উপত্যকাটির গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালিয়েছিলেন। পদযাত্রার শেষে পরিষদের মুখ্যাধিকারী রথীন্দ্রনাথ সেন ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি ১৩ এপ্রিল, ১৯৬১ সালের মধ্যে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসেবে ঘোষণা না করা হয়, তাহলে ১৯ মে তে তারা ব্যাপক হরতাল করবেন এই উপত্যকা জুড়ে। ১২ই মে তে অসম রাইফেল, মাদ্রাজ রেজিমেঃট ও কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী শিলচরে ফ্ল্যাগ মার্চ করে। ১৮ই মে তে অসম পুলিশ তিনজন আন্দোলনকারী নলিনীকান্ত দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন ও বিধুভূষণ চৌধুরী (সাপ্তাহিক যুগশক্তির সম্পাদক) কে গ্রেপ্তার করে।

আন্দোলনেরসূচনা ঃ বরাকউপত্যকার বাঙালীদের ওপরে অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদ নামক সংগঠনটির জন্ম হয়। আসাম সরকারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৪ এপ্রিল তারিখে শিলচর, করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দির লোকেরা সংকল্প দিবস পালন করেন । বরাকের জনগণের মধ্যে সজাগতা সৃষ্টি করার জন্য এই পরিষদ ২৪ এপ্রিল একপক্ষ দীর্ঘ একটি পদযাত্রা শুরু করেছিল। ২ মে তে শেষ হওয়া এই পদযাত্রাটিতে অংশ নেওয়া সত্যাগ্রহীরা প্রায় ২০০ মাইল উপত্যকাটির গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালিয়েছিলেন। পদযাত্রার শেষে পরিষদের মুখ্যাধিকারী রথীন্দ্রনাথ সেন ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি ১৩ এপ্রিল,১৯৬১ সালের ভিতর বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা না হয়, ১৯ মে তে তারা ব্যাপক হরতাল করবেন।১২ মে তে অসম রাইফেল, মাদ্রাজ রেজিমেঃট ও কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী শিলচরে ফ্ল্যাগ মার্চ করেছিল।১৮ মে তে অসম পুলিশ আন্দোলনের তিনজন নেতা নলিনীকান্ত দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন ও বিধুভূষণ চৌধুরী (সাপ্তাহিক যুগশক্তির সম্পাদক) কে গ্রেপ্তার করে।

১৯শে মে ১৯৬১ সালএর ঘটনাক্রম ঃ ১৯ মে তে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে হরতাল ও পিকেটিং আরম্ভ হয়। করিমগঞ্জে আঃদোলনকারীরা সরকারী কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন, কোর্ট ইত্যাদিতে পিকেটিং করেন। শিলচরে তারা রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। বিকেল ৪টার সময়সূচির ট্রেনটির সময় পার হওয়ার পর হরতাল শেষ করার কথা ছিল। ভোর ৫.৪০ এর ট্রেনটির একটিও টিকিট বিক্রি হয় নি। সকালে হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু বিকালে স্টেশনে অসম রাইফেল এসে উপস্থিত হয়।

বিকেল প্রায় ২.৩০র সময় ন'জন সত্যাগ্রহীকে কাটিগোরা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের একটি ট্রাক তারাপুর স্টেশনের (বর্তমানের শিলচররেলওয়েস্টেশন) কাছ থেকে পার হয়ে যাচ্ছিল । পিকেটিংকারী সকলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে দেখে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভয় পেয়ে ট্রাকচালক সহ পুলিশরা বন্দীদের নিয়ে পালিয়ে যায়। এর পর কোনো অসনাক্ত লোক ট্রাকটি জ্বালিয়ে দেয়, যদিও দমকল বাহিনী এসে তৎপরতার সাথে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তারপর প্রায় দুপুর ২.৩৫ নাগাদ স্টেশনের সুরক্ষায় থাকা প্যারামিলিটারী বাহিনী আন্দোলনকারীদেরকে বন্দুক ও লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে। এরপর সাত মিনিটের ভিতর তারা ১৭ রাউণ্ড গুলি আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে চালায়।১২ জন লোকের দেহে গুলি লেগেছিল। তাদের মধ্যে ন'জন সেদিনই নিহত হয়েছিলেন দু'জন পরে মারা যান। ২০ মে তে শিলচরের জনগণ শহীদদের শবদেহ নিয়ে শোকমিছিল করে প্রতিবাদ করেছিলেন।নিহত শহীদদের মধ্যে মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন।

এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

আন্দোলনকারী শহীদরা হলেনঃ

১) কানাইলাল নিয়োগী
২) চণ্ডীচরণ সূত্রধর
৩) হিতেশ বিশ্বাস
৪) সত্যেন্দ্র কুমার দেব
৫) কুমুদ রঞ্জন দাস
৬) সুনীল সরকার
৭) তরণী দেবনাথ
৮) শচীন্দ্র চন্দ্র পাল
৯) বীরেন্দ্র সূত্রধর
১০) সুকোমল পুরুকায়স্থ এবং
১১) কমলা ভট্টাচার্য

এরপর ১৯৭২ সালের ১৭ আগস্ট সেবা সার্কুলার প্রত্যাহারের দাবিতে ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন করিমগঞ্জের বিজন চক্রবর্তী।এছাড়া ১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলা ভাষার দাবির আন্দোলনে শহীদ হন করিমগঞ্জের আরো দুজনঃজগন্ময় দেব এবংদিব্যেন্দু দাস।

এরপরও সমাধান সূত্র সহজে মেলেনি বরং জটিলতা বাড়তে থাকে। প্রধানমন্ত্রী কিংবা তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেও কোনও স্থায়ী সমাধান সূত্রে আসতে পারলেন না। পরবর্তীতে অবশ্য ভাষা আইনে সংশোধন আনা হয় শাস্ত্রীজির নির্দেশ মেনেই এবং কাছাড়ের ক্ষেত্রে কাজের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় - Without prejudice to the provisions of Section 3, the Bengali language shall be used for administrative and other official purposes upto and including the district level in the district of Cachar.

আমরা বাংলাদেশের ১৯৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা সংগ্রামের কথা জানি, যার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আজকে যখন সারা দেশ জুড়ে আধিপত্যবাদের রাজনীতি চরমে, যখন মানুষের বিভিন্ন অধিকারে নানা ভাবে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা বাড়ছে এবং অসমেও বর্তমানে নাগরিক পঞ্জী নবায়নের নামে যেভাবে হাজার হাজার বাঙালিকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, এরকম একটি সময়ে দাঁড়িয়ে ২১ ফেব্রুয়ারির পাশাপাশি ১৯'র এই আন্দোলনের কথাও চর্চায় উঠে আসা একান্ত জরুরি।

আন্দোলনের ফলশ্রুতি ঃপ্রতি বছর বরাক উপত্যকাসহ ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে ১৯ মে কে বাংলা ভাষা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। স্বাধীন ভারতের মাটিতে সেদিন বাংলা ভাষার দাবীতে যে গণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল মাত্র স্বাধীনতা পাওয়া সারা দেশের মানুষ। শুধুমাত্র মাতৃভাষার সরকারী স্বীকৃতির দাবিকে সামনে রেখে সেদিন বরাকের দলমত নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সামিল হয়েছিল সেই ভাষার আঃদোলনে। মাতৃভাষার এই আন্দোলন আজ বাঙালির নিজস্ব ভাষাকে দিয়েছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই ইতিহাস আজও অমলিন। বরাক উপত্যকা শুধু নয় পৃথিবীর আপামর বাংলা ভাষাভাষীর মানুষ ১৯ মে কে বাংলা ভাষা শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে।

ভারতে বাংলা ভাষা আন্দোলন ঃ ভারতের বিভিন্ন অংশে মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে বাঙালি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন শুরু করে। অবিভক্ত ভারতে ১৯১২ সালে মানভূম জেলাকে ভারতের বিহার ও ওড়িশার সাথে যুক্ত করা হয়। সে সময় মানভূমবাসী তাদের জেলাকে বাংলার সাথে যুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বাংলার সাথে যুক্ত হওয়ার এ আন্দোলন থেকেই মানভূমে ভাষা দাবিও যুক্ত হয়।সে সময় যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তা ১৯৫৬ সালে সাময়িক ভাবে নতুন পুরুলিয়া জেলা গঠনের ও পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সেই আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের দাবি মিটে গেলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাংলা ভাষা আন্দোলন আজও বিদ্যমান। ভারতের বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে মানভূম ও অসমের নাম প্রথম উঠে আসে।

স্বাধীনতাপরবর্তী ও বাংলাদেশ নতুন রাষ্ট্র রূপে গঠিত হবার আগেপরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু ও ছিন্নমূল লাখো হিন্দু বাঙালিরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেন। ভারতের বাঙালি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য অবাঙালী জনজাতি অধ্যুষিত রাজ্যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ছত্রিশগড় ,ওড়িশার দণ্ডকারণ্য, মহারাষ্ট্র কর্ণাটক এই রাজ্য গুলির মধ্যে অন্যতম। পুনর্বাসিত এই সকল হিন্দু বাঙালিরা অবাঙালী অধ্যুষিত এই সকল রাজ্যে বৈষম্যের স্বীকার হয় এবং মাতৃভাষা বাংলার পঠনপাঠন ও সরকারি মর্যাদার দাবিতে আন্দোলনে নামেন।আজও ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক,দিল্লি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাঙালি মাতৃভাষার দাবিতে লড়াই করে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয়

রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্যোগ

ইউক্রেনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মাসুল রাশিয়াকে দিতে হবে এমন ভাবনা নিয়ে 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ' এক রেজিস্টার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে বিদেশে রাশিয়ার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশগুলি সবার আগে যে জোট গঠন করেছিল, তার নাম ছিল 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ'। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তখনো স্বপ্নের পর্যায়েও ছিল না। আজ সেই পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪৬। ইউক্রেনের উপর হামলার কারণে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বেলারুশের সদস্যপদ আপাতত সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই নিয়ে চার বার 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ'-এর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ১৮ বছর পর আইসল্যান্ডের রাজধানী রেইকইয়াভিকে শীর্ষ নেতারা মিলিত হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি ও তথ্যপ্রমাণ নথিভুক্ত করতে এক 'রেজিস্টার অফ ড্যামেজ' সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলেন।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার হামলার শুরু থেকে ইউক্রেনে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেগুলি নথিভুক্ত করে ভবিষ্যতে রাশিয়ার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে সেই তালিকা কাজে লাগবে বলে আশা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ'-এর মহাসচিব মারিয়া পেইসিনোভিচ এই রেজিস্টার গঠনের সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক' হিসেবে বর্ণনা করেন। ৪৬ সদস্যের মধ্যে ৪০টি দেশ সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে। শুধু আর্মেনিয়া, আজেরবাইজান, বসনিয়া হ্যারৎসোগোভিনা, সার্বিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক আপাতত সেই উদ্যোগে শামিল হচ্ছে না। 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ' এই উদ্যোগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ক্যানাডা, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করেছে। নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে আপাতত তিন বছরের জন্য 'ড্যামেজ রেজিস্ট্রি' দফতর কাজ করবে। ইউক্রেনেও এক 'ফিল্ড অফিস' খোলা হবে। 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ', তাদের সহযোগীসহ যে কোনো দেশ সেই উদ্যোগে অংশ নিতে পারে। তবে রেজিস্টারের অর্থায়নের জন্য তাদের কাছে চাঁদা প্রত্যাশা করা হবে। এই মুহূর্তে শুধু ক্ষয়ক্ষতি নথিভুক্ত করা হলেও ভবিষ্যতে সেই কাঠামোর ক্ষমতা বাড়িয়ে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক কমিশন ও তহবিল গঠন করার প্রস্তাবও রয়েছে, যদিও সেগুলির কাঠামো এখনো অস্পষ্ট। রাশিয়া স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ না দিলে বিদেশে সে দেশের সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব একাধিকবার শোনা গেছে। কিন্তু আইনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত কঠিন হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস এই রেজিস্টার গঠনের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, নৃশংস কার্যকলাপের জন্য রাশিয়াকে দায়বদ্ধ করার আন্তর্জাতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে এটা একটা প্রয়োজনীয় অবদান। তিনি 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ'-এর অর্থায়েনের জন্য জার্মানির নিয়মিত মাসুলের পাশাপাশি এককালীন এক কোটি ইউরো দিচ্ছেন। ইউরোপে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অভিভাবক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের হাত আরও শক্ত করার অঙ্গীকার করেন জার্মান চ্যান্সেলর। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডেয়ার লাইয়েন ভবিষ্যতে 'কাউন্সিল অফ ইউরোপ', ইইউ এবং ইইউতে যোগদানের পদপ্রার্থীদের মধ্যে আরও নিবিড় সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

টাইটানিকঃ সমুদ্রের তলদেশে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের পূর্ণাঙ্গ ছবি যা আগে কখনও দেখা যায়নি

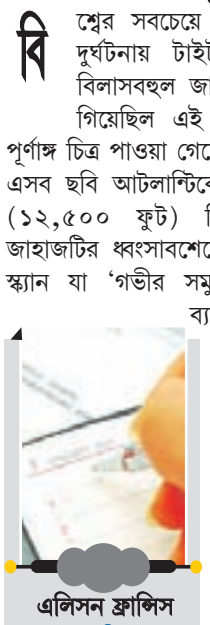

এলিসন ফ্রান্সিস
প্রাবন্ধিক

বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত জাহাজ দুর্ঘটনায় টাইটানিক নামের যে বিলাসবহুল জাহাজটি সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল এই প্রথম তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া গেছে।

এসব ছবি আটলান্টিকের ৩,৮০০ মিটার (১২,৫০০ ফুট) নিচে ডুবে থাকা জাহাজটির ধ্বংসাবশেষের প্রথম ডিজিটাল স্ক্যান যা 'গভীর সমুদ্র ম্যাপিং' পদ্ধতি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।

এর ফলে পুরো টাইটানিকের ত্রিমাত্রিক বা থ্রিডি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিন মাত্রার দৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

ছবিগুলো দেখলে মনে হয় আটলান্টিক থেকে সব জল সরিয়ে যেন সমুদ্রের তলদেশে পরিত্যক্ত বিশাল আকারের এই জাহাজটির দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে।

আশা করা হচ্ছে ১৯১২ সালে ডুবে যাওয়া এই জাহাজটিতে আসলেই কী ঘটেছিল এসব দৃশ্য থেকে সে সম্পর্কে নতুন কিছু জানা যাবে।

জাহাজটি তার উদ্বোধনী যাত্রায় সমুদ্রে ভাসমান বিশালাকৃতির বরফ বা আইসবার্গের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার পর ডুবে গিয়েছিল।

এই দুর্ঘটনায় দেড় হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।

টাইটানিক যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন থেকে যাত্রা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে যাচ্ছিল।

জাহাজটির বিষয়ে এখনও অনেক প্রশ্ন আছে, মৌলিক কিছু প্রশ্ন - যেসবের উত্তর জানা প্রয়োজন, বলেন টাইটানিক বিশেষজ্ঞ পার্কস স্টিফেনসন।

তিনি বলেন, টাইটানিকের বিষয়ে জল্পনা কল্পনার ওপর ভিত্তি করে কোনো গবেষণা নয়, বরং তথ্যপ্রমাণভিত্তিক গবেষণাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এই মডেল বড় ধরনের প্রথম কোনো পদক্ষেপ।

সমুদ্রের তলদেশে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৮৫ সালে। এর পর থেকে জাহাজটি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে।

কিন্তু এটি এতো বিশাল ও সমুদ্রের গভীরে এতো অন্ধকার যে ক্যামেরা দিয়ে এতদিন এর যেসব ছবি তোলা হয়েছে সেগুলোর সবই ছিল এই ক্ষয়িষ্ণু জাহাজের কিছু অংশের ছবি বা স্ন্যাপশট। কিন্তু কখনোই ডুবে যাওয়া পুরো জাহাজের ছবি পাওয়া যায়নি।

এখন এই নতুন অনুসন্ধানে সমগ্র টাইটানিকের ছবি পাওয়া গেল।

সমুদ্রের তলায় যেভাবে পড়ে আছে

দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের তলায় জাহাজটি দুটো অংশে ভাগ হয়ে পড়ে আছে জাহাজের অগ্রভাগ যেখান থেকে বাঁকা হতে শুরু করে সেই অংশ এবং জাহাজের পশ্চাদভাগ।

এই দুটো অংশের মধ্যে দূরত্ব ৮০০ মিটার (২,৬০০ ফুট)।

ভেঙে যাওয়া জাহাজটির আশেপাশে প্রচুর ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে।

২০২২ সালের গ্রীষ্মকালে ম্যাগেলান লিমিটেড নামের একটি ডিপসি ম্যাপিং কোম্পানি এবং আটলান্টিক প্রোডাকশন্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান যারা এবিষয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করছে তারা যৌথভাবে এসব ছবি তুলেছে।

নিমজ্জনযোগ্য একটি বিশেষ জাহাজে করে এক দল কর্মী এই জরিপ পরিচালনা করেছে যা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিলিয়ে পুরো টাইটানিকে ছবি তুলতে তারা ২০০ ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় করেছে।

নিমজ্জিত জাহাজের প্রত্যেকটি কোণ থেকে তারা সাত লাখেরও বেশি ছবি তুলেছে যেগুলোর সাহায্যে পুরো টাইটানিকের একটি ত্রিমাত্রিক বা থ্রি ডি ছবি তৈরি করা হয়েছে।

এই অভিযানের পরিকল্পনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ম্যাগেলান লিমিটেডের গেরহার্ড সেফার্ট। তিনি বলছেন এখনও পর্যন্ত পানির নিচে ছবি তোলার যতো প্রকল্প তিনি পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড়।

গভীরতা প্রায় ৪,০০০ মিটার। আমাদের সামনে ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। একই সঙ্গে সেখানে জলের স্রোতও আছে। এবং আমাদের কোনো কিছু স্পর্শ করার অনুমতি ছিল না, যাতে জাহাজের ধ্বংসাবশেষের আরো ক্ষতি না হয়, বলেন তিনি।

আরেকটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আপনাকে প্রত্যেক বর্গসেন্টিমিটারের ম্যাপিং করতে হবে, এমনকি জাহাজের যেসব অংশ আগ্রহউদ্দীপক নয় সেগুলোরও, যেমন যেখানে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে সেখানকার মাটির ছবি। কারণ জাহাজের বিভিন্ন অংশকে জোড়া দেওয়ার জন্য এগুলোও ছবি প্রয়োজন।

টাইটানিকের যা কিছু দেখা যাচ্ছে

এসব ছবিতে টাইটানিকের বিশালত্বের পাশাপাশি এই জাহাজের একটি প্রপেলারের সিরিয়াল নম্বরের মতো ছোটখাটো বিষয়ও ধরা পড়েছে।

জাহাজটির সম্মুখভাগে মরিচা ধরে ঢাকা পড়ে গেছে। তার পরেও শতাধিক বছর আগে ডুবে যাওয়া এই জাহাজটিকে চেনা যায়।

এর উপরেই রয়েছে জাহাজের ডেক যেখানে একটি গর্ত রয়েছে। সেখান থেকে একটা শূন্যতা দেখতে পাওয়া যায় যেখানে একসময় ছিল জাহাজের বিশাল সিঁড়ি।

আর জাহাজের পশ্চাদভাগে বিভিন্ন ধাতব পদার্থের জঞ্জাল। জাহাজের এই অংশটি সমুদ্রের তলদেশে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধসে পড়ে।

টাইটানিকের আশেপাশে বিভিন্ন জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এসবের মধ্যে রয়েছে জাহাজ থেকে খসে পড়া অলঙ্কৃত ধাতব বস্তু, মূর্তি এবং মুখ খোলা হয়নি এরকম শ্যাম্পেনের বোতল।

সেখানে ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও রয়েছে। ছবিতে দেখা যায় সমুদ্রের তলানির ওপর অসংখ্য জুতা পড়ে আছে।

পার্কস স্টিফেনসন, যিনি বহু বছর ধরে টাইটানিকের ওপর গবেষণা করছেন, তিনি বলছেন, এসব ছবি প্রথমবার দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

আপনি জাহাজের এমন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাচ্ছেন যা কখনও দেখা সম্ভব হয়নি। এবং আপনি ডুবন্ত পুরো জাহাজটিকে দেখতে পাচ্ছেন। আশেপাশের পরিবেশসহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি এটাকে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন এটাই এখন এই জাহাজের সত্যিকারের অবস্থা।

তিনি বলেন এসব ছবি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলে ১৯১২ সালের ওই ভয়াবহ রাত্রিতে টাইটানিকের ক্ষেত্রে আসলেই কী ঘটেছিল সেবিষয়ে নতুন কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

আইসবার্গের সঙ্গে কেমন করে সংঘর্ষ হয়েছিল সেবিষয়ে আসলেই আমাদের ধারণা নেই। আমরা এও জানি না, সিনেমাতে যেমন দেখানো হয়েছে সেরকম করে জাহাজের সামনের একপাশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল কি না, বলেন তিনি।

তিনি বলেন জাহাজের পেছনের অংশ গবেষণা করলে টাইটানিক কিভাবে সমুদ্রের তলদেশে আঘাত হেনেছিল সেবিষয়েও ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

সমুদ্রের জলেতে ডুবে যাওয়া জাহাজের ক্ষয় অব্যাহত রয়েছে। জলেতে থাকা অণুজীব বা জীবাণু ক্রমশই এটিকে খেয়ে ফেলছে। এছাড়াও এর বিভিন্ন অংশ ক্রমশই আলাদা হয়ে খসে পড়ছে।

সমুদ্রে এরকম একটি দুর্ঘটনার কারণ বুঝতে সময় যে ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে ইতিহাসবিদরা এবিষয়েও সচেতন।

কিন্তু এখন যেসব ছবি পাওয়া গেল, সেখান থেকে জাহাজের খুঁটিনাটি বিষয়ও বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন।

আশা করা হচ্ছে যে এখন হয়তো টাইটানিকের আরো অনেক গোপন বিষয় বের হয়ে আসবে।

উষ্ণতম পাঁচবছরের সতর্কতা জারি

আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বের উষ্ণতা সর্বোচ্চ হতে পারে বলে সতর্ক করল জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা।

জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত সংস্থার নাম ওয়ার্ল্ড মেটিওরজিক্যাল অর্গানাইজেশন (ডাব্লিউএমও)। বুধবার এক বৈঠকের পর তারা জানিয়েছে, আগামী পাঁচবছর রেকর্ড তাপমাত্রা দেখতে চলেছে বিশ্ব। আবহাওয়ার চরম পরিবর্তন এই সময় দেখা যাবে। এল নিনোর অবস্থান এবং গ্রিন গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ হিসেব করে এই উপসংহারে পৌঁছেছেন তারা।

তারা জানিয়েছে, ৯৮ শতাংশ আশঙ্কা হলো, এই পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো একটি বছরে তাপমাত্রা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাবে। তবে আগামী পাঁচ বছরে তাপমাত্রা ক্রমবর্ধমান ভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হবে বলে জানিয়েছে ডাব্লিউএমও।

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি আটকানোর জন্য গত কয়েকটি জলবায়ু সম্মেলনে প্রভূত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ডাব্লিউএমও জানিয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রির উপরে উঠে যেতে পারে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই এল নিনো তৈরির আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে। এল নিনো আবহাওয়ার একটি স্বাভাবিক অবস্থান। এল নিনো আবহাওয়া গরম করে, লা নিনা আবহাওয়া ঠান্ডা করে। ডাব্লিউএমওর বক্তব্য, এল নিনো তৈরি হলেও লা নিনা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তাই তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে। এর প্রভাব পড়বে স্বাস্থ্য, খাদ্যভাণ্ডার এবং সার্বিকভাবে পরিবেশের উপর। খড়া এবং বন্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। শস্য উৎপাদনে সমস্যা হতে পারে। নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। সকলে যাতে এর জন্য তৈরি থাকে, সেই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। আগামী ২২ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত এক সম্মেলনে এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে ডাব্লিউএমও।

ডাব্লিউএমও জানিয়েছে, তাদের অংক বলছে, ২০২৩ থেকে ২০২৭ সালের মধ্যে তাপমাত্রা গড়ে এক দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। যা রেকর্ড হিসেবে ধরা হবে। এর ফলে মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা তিন গুণ বাড়তে পারে। গত পাঁচটি শীতকালে তাপমাত্রার এই পরিমাণ বৃদ্ধি মেরু অঞ্চল দেখেনি। উত্তর ইউরোপ, আলাস্কা এবং উত্তর সাইবেরিয়ায় প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা আছে। অন্যদিকে, অ্যামাজন এবং অস্ট্রেলিয়ায় খড়া হতে পারে।

এর আগে বিশ্বের উষ্ণতম সময় হিসেবে ধরা হতো ২০১৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যবর্তী সময়কে। ২০১৬ সাল সবচেয়ে উষ্ণ ছিল বলে মনে করা হয়। এবার সেই রেকর্ড ভাঙতে চলেছে।

সাময়িকী

ফলহারিণী অমাবস্যা ঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ র ঈশ্বর জ্ঞান মা সারদা পুজো

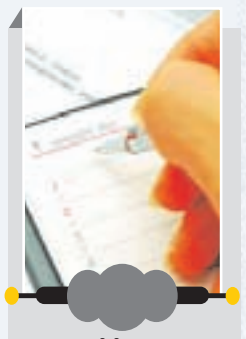

অভিজিৎ রায়
কলামিস্ট

সে দিন দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে ফলহারিণী অমাবস্যার বিশেষ পুজো। কিন্তু মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সে দিকে খেয়াল নেই। তিনি নিজের ঘরেই পুজো নিয়ে ব্যস্ত। ঘরের মধ্যেই চলছে পুজোর আয়োজন। অবশ্য পাগল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ র এই ধরনের আচরণের কথা সকলেই জানেন। তাই মূল মন্দিরের পুজোর ভার পড়েছে হৃদয়রামের ওপর। ঠাকুরের ঘরে পুজোর সমস্ত আয়োজন করছে দীনু পূজারী।

তৈরি হয়েছে বেদি। আশেপাশে সাজানো সমস্ত উপকরণ। কিন্তু বেদিতে প্রতিমা নেই। কখন আসবে প্রতিমা? ঠাকুর নিজে ভাবে বিভোর। তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ নেই। সমস্ত ব্যবস্থা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দীনু পূজারী। পুজোয় বসলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ইতিমধ্যেই ঘরে হাজির হয়েছেন সারদা দেবী। ঠাকুর নিজেই তাঁকে এই সময়ে আসার জন্য বলে রেখেছিলেন। কিন্তু ফলহারিণী অমাবস্যার রাতে ওই শূন্য বেদিতে কার পুজো হবে, সে কথা তিনিও জানতেন না ঘরে আসার আগে পর্যন্ত।

আজ অবশ্য সকলের জানা, ওই শূন্য বেদিতে সারদা দেবীকেই বসিয়ে পুজো করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। পুজোর প্রথম ধাপের সমস্ত আচার দেখতে দেখতেই ভাবে অর্ধবাহ্য দশা শ্রী শ্রী মায়ের। তাই যখন ঠাকুর তাঁকে দেবীর আসনে গিয়ে বসতে বললেন, তখন তিনি ভাবের বশেই গিয়ে বসলেন সেখানে। তাঁকে দেবী ষোড়শী রূপে পুজো করলেন ঠাকুর। পরে দু'জনেই সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হারালেন।

বিভিন্ন বর্ণনায় এবং সারদাদেবীর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, রাত দু'প্রহরের পরে ঠাকুরের জ্ঞান আসে। তিনি নিজের জপমালা, সমস্ত উপকরণ আর সমস্ত সাধনার ফল সারদা দেবীর পায়ে অর্পণ করে নিজের সাধনার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এখানেই একটা প্রশ্ন জাগে। এই পুজোর আগেই ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তাঁর তন্ত্রমতে সিদ্ধি লাভের কথা জানা যায়। সেই সময়কার সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিতদের ডেকে তর্কসভা আয়োজন করে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তোতাপুরীর কাছে সাধনা করে মাত্র তিন দিনের তপস্যায় অদ্বৈতবাদে সিদ্ধি লাভের কথাও তত দিনে জানা। এতগুলো সিদ্ধি লাভের পরেও আবার কেন পুজো করতে গেলেন ঠাকুর?

ঠাকুর রামকৃষ্ণের ষোড়শী পুজো সম্পর্কিত সব লেখালিখিতেই বলা হয়, বেদিতে সারদা দেবী বসার পরে ঠাকুর ষোড়শী দেবীকে আহ্বান করে বলেছিলেন 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধি দ্বার উন্মুক্ত কর। ইহার (সারদা দেবী) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্ব কল্যাণ সাধন কর।' এই কথাগুলোতেই এক দূর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার হদিশ মেলে। এই পুজো করার দশ বছরের মধ্যে, ১৮৮৬ সালেই পরলোকগমন করে ঠাকুরের দেহ। তিনি রেখে যান সারদা দেবীকে। পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্ঘজননী হিসেবে আমরা তাঁকে পাই। সেই ভবিষ্যতের বীজই কি সে দিন শ্রী মায়ের মধ্যে অঙ্কুরিত করে গেলেন ঠাকুর?

অনেকের মতে, তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গার পুজোপদ্ধতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন এখানে। এটা বুঝতে গেলে দেবী ষোড়শীর আসল রূপ জানা চাই। দশমহাবিদ্যার অন্যতম দেবী ষোড়শী। তাঁর অন্যান্য নাম শ্রীবিদ্যা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ললিতা ইত্যাদি। আচার্য শঙ্কর তাঁর 'ললিতা সহস্রনাম'-এ বলেছেন, দশমহাবিদ্যার সব রূপের মধ্যে ষোড়শী শুদ্ধতমা ও সর্বোত্তমা। বাংলা তথা পূর্ব ভারতে দেবী কালীর পুজো প্রচলিত হলেও দক্ষিণ ভারতে দেবী ষোড়শীর পুজোকেই সব থেকে বড় বলে ধরা হয়। এই পুজোতেই ঠাকুর সেই আঞ্চলিক পুজো পদ্ধতিগুলোকে এক করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন কি?

তবে, এই সব নিয়মকানুনের বাইরেও এক বড় সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত এই পুজো। সময়টা দেখলে বোঝা যাবে, বাংলার সমাজে তখন মেয়েদের অবস্থা ভয়ংকর। বাইরে বার হওয়া মানা, পর্দার আড়ালে থাকা ছাড়াও, বিভিন্ন অজুহাতে পুজোর মূল পর্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হত মেয়েদের। তাঁদের জন্য হাজার নিয়মকানুন। একজন নারীকে পুজো করে সেই সমস্ত নিয়মের বিরুদ্ধেই যেন নিজের নীরব প্রতিবাদ জানান শ্রীরামকৃষ্ণ। তুলে ধরেন ভারতীয় নারীর গৌরবময় দিক।

(তথ্যঋণ ঃ দৈনিক এইসময় থেকে সংগৃহীত)

জানা অজানা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই দিনে সারদা মাকে পুজো করেছিলেন

সুনীল কুমার দে

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সব কিছু যেন অদ্ভুত।তার জন্ম অদ্ভুত,তার চরিত্র অদ্ভুত,তার সাধনা অদ্ভুত,তার কর্ম অদ্ভুত,তার ধর্ম অদ্ভুত,তার কথা অদ্ভুত।তিনি সত্যি এ যুগের বিস্ময়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সব পথ ও মতে সাধনার দ্বারা ভগবান কে লাভ করা যেতে পারে তা তিনি বলেই ক্ষান্ত হন নি,তিনি সাধনা করে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।তিনি বারো বৎসর কঠোর সাধনা করেছিলেন ও শ্রীশ্রী মা অর্থাৎ তার ধর্ম পত্নী মা সারদামনি কে পুজো করে সাধনা শেষ করেছিলেন।ঠাকুর মাকে পুজোর আসনে বসিয়ে মাতৃজ্ঞানে পুজো করেছিলেন ফলহারিণী কালী পুজোর দিনে।নিজের বিবাহিত পত্নীকে মাতৃ জ্ঞানে পুজো করা যেন কেমন কেমন মনে হয়,অনেকেই এই আচরণ কে পাগলামি বলে মনে করেন।ঠাকুর তার সহধর্মিনী কে কয়েকটি কারণে পুজো করেছিলেন।এতদিন ধরে আমরা নারী কে শুধু মাত্র ভোগের বস্তু ও ছেলে উৎপাদনের মেশিন মাত্র মনে করতাম।নারীকে উপেক্ষা ও অবহেলা করতাম,নারী নির্য্যাতন করতাম তাই ঠাকুর নারী জাতি কে সম্মান দেওয়ার জন্য মাকে পুজো করলেন।সবার মধ্যে জগৎ জননী মায়ের সত্তা রয়েছে সেই মাতৃ সত্তা কে তিনি মাকে পুজো করে সম্মান দিলেন।সারদা মাকে জগৎ জননী রূপে প্রকাশিত করার জন্য ও তার মধ্যে মাতৃ সত্তা কে জাগানোর জন্য তাকে পুজো করলেন।সারদা মা শুধু মাত্র তার ধর্ম পত্নী নয় তিনি দুর্গা,তিনি কালী,তিনি লক্ষী,তিনি জগদ্ধাত্রী ,তিনি তার লীলা সঙ্গিনি,তার আহ্লাদিনি শক্তি এই কথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ঠাকুর মাকে পুজো করলেন।এতদিন ধরে এই পুরুষ শাসিত সমাজ নারী জাতির উপর যে এত নির্য্যাতন করে এসেছিল,যে অপরাধ করে এসেছিল ঠাকুর পুরুষ জাতির প্রতিনিধি হয়ে মাকে পুজো করে সেজন্য ক্ষমা চাইলেন ও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন।তিনি মাকে পুজো করে জগৎ কে বুঝালেন যে নারী শুধু মাত্র ভোগের বস্তু নয়,পত্নী কেবল মাত্র ছেলে উৎপাদনের মেশিন মাত্র তো। নারী ও পত্নী,পুরুষের সহধর্মিনী,নারী পুরুষের শক্তি ও প্রেরণা।ঠাকুর এই ফলহারিণী কালী পুজোর দিনে ১৬ উপচারে পুজো করেছিলেন যাকে শরসী পুজো ও বলা হয়।

মায়ের বয়স তখন ১৬ বছর ছিলো।ঠাকুর মাকে পুজো করে প্রণাম করেছিলেন ও তার চরণে জপ মালা প্রদান করে তার সাধনা শেষ করেছিলেন।পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা।

পাঠকের চিঠি

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা, কবে

জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টির নিয়ম।এই নিয়ম কে সবাই কে মেনে চলতে হয়,জীব,জন্তু,পশু পাখি,মানুষ,মহাপুরুষ এমন কি অবতার ও নর রূপ ধারী ভগবান কেউ। রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ, খ্রিস্ট, রামকৃষ্ণ সকল নররূপধারী অবতার ও ভগবানদের ও শরীর ছাড়তে হয়েছিলো সৃষ্টির নিয়ম রক্ষা করার জন্য। কিন্তু সৃষ্টির এই নিয়ম জানা সত্যেও আমরা কেউ মরতে চাই না ও মরতে ভয় পাই।গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মার জন্ম নেই ও মৃত্যু নেই,আত্মা অবিনাশী, অজর ও অ মর। কিন্তু আমাদের এই বোধ নেই বলেই মৃত্যু কে আমরা এত ভয় করি।এর নাম মায়া।কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ এতো বেশি প্রকৃতি ও মানুষ কে ভালোবেসে ফেলেছিলেন যে তিনি পর্যন্ত লিখলেন,,,মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।অন্যদিকে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন বললেন, জন্মিলে মরিতে হবে,অমর কে কোথা কবে, চির স্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বললেন, জন্মালেই মরতে হয়,শরীর থাকলেই রোগ হয়।এই সংসার অনিত্য।যদি একে নিত্য বলে জানতাম তাহলে কামারপুকুর কে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতাম। সিদার্থ একদিন একজন রোগী,একজন বৃদ্ধ ও একজন মৃত ব্যক্তি কে দেখে সংসার অনিত্য ভেবে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন ও জ্ঞান লাভ করে মহাত্মা বুদ্ধ হলেন।যারা সাধারণ মানুষ ও জীব তারা মৃত্যু কে ভয় করে আর যারা আত্ম জ্ঞান লাভ করে তারা জন্ম মৃত্যুর পারে যায়।তারা অজর,অমর ও অবিনাশী আত্মার স্বরূপ কে জেনে অমৃতত্ব লাভ করে।এই অমৃতত্ব কে লাভ করাই হলো মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এসআই জোনমণি রাভাকে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন করে মাতৃর সিবিআই তদন্তের দাবি

লক্ষিমপুরের নকল সোনা, নকল টাকার অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রের সঙ্গে একাংশ পুলিশ কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগের তীর, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত শুরু সিআইডি দলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এটা যেন এক সাসপেন্স থ্রিলার ছবি অথবা ওয়েব সিরিজ। এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য অধিক গভীর হওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। দুর্ঘটনা, পরিকল্পিত হত্যা কিংবা আত্মহত্যা, এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যু এক রহস্যময় ঘটনা হিসেবে ইতিমধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার পর এবার জনৈকা হাসিনা বেগমের বয়ান এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা দিয়েছে। তার অভিযোগ অনুসারে লক্ষিমপুরের নকল সোনা, নকল টাকার অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রের সঙ্গে একাংশ পুলিশ কর্তার ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছেন এসআই জোনমণি রাভা। অর্থাৎ এই মহিলা পুলিশ অফিসারকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। জোনমণি রাভার মাতৃরও একই অভিযোগ। তবে এর তদন্তের স্বার্থে সিআইডির অনুসন্ধানকারী দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখছে।

১৫ মের গভীর রাত অথবা ১৬ মের অন্ধকার ভোরে জখলাবন্দা সরুভগীয়ায় নিজে চালিয়ে যাওয়া অল্টো গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে এসআই জোনমণি রাভার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে বলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছিল। অবশেষে গতকাল দুপুরে নগাঁও থেকে গুয়াহাটি মহানগরের কাহিলীপাড়ার দক্ষিনগাও স্থিত বাসভবনে এই মহিলা পুলিশ অফিসারের মৃতদেহ নিয়ে আসে অসম পুলিশের একটি দল। অবশেষে ওদালবাক্রা শ্মশানে এসআই জোনমণি রাভার শেষকৃত সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে এই মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে ব্যাপক রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম থেকেই ভুক্তভোগী জোনমণির মাতৃ এটাকে হত্যাকান্ড বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে শুধুমাত্র মাতৃ নয়, পরিবারের অন্যান্য সদস্য, পরিচিত ব্যক্তি এবং বন্ধু বান্ধবীরাও এই ঘটনাকে একইভাবে পরিকল্পিত হত্যা বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। গভীর শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়া মাতৃ গতকাল এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে না পারলেও বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে বহু কথা খুলে বলেছেন।

উল্লেখ্য নগাঁও জেলার মুরিকলং আউট পোস্টের আইসি হিসেবে কর্মরত থাকা সাব ইন্সপেক্টর জোনমণি রাভা নিজের মাসির অসুস্থতার জন্য তিন দিন আগে গুয়াহাটি মহানগরের কাহিলীপাড়ার দক্ষিনগাও স্থিত নিজের বাড়িতে এসেছিলেন। বাড়িতে রয়েছেন মা এবং অসুস্থ দাদা। অবশেষে সোমবার সকাল দশটা নাগাদ মাকে সঙ্গে নিয়ে নগাঁও ফিরে যান তিনি। সেদিন কি হয়েছিল সেটার ক্ষেত্রে এসআই জোনমণি রাভার মাতৃ তুলে ধরা বক্তব্য অনুযায়ী দুপুর তিনটে নাগাদ নগাঁও এর পুলিশ সুপার নিজের সরকারি বাসভবনে তাকে ডেকে পাঠান। সেখান থেকে ফিরে আসার পর জোনমণির মন খারাপ হয়ে গেছিল। কি হয়েছে সেটা মা জিজ্ঞেস করার পর তিনি জানান পুলিশ সুপার তাকে বকা দিয়েছেন। তাকে ডিস্টার্ব না করার জন্য মাকে বলে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু আধঘন্টা পরেই বাড়ি থেকে নিজের অল্টো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান এসআই জোনমণি রাভা। কয়েক ঘন্টা ধরে মেয়ের কোনো খবর না পেয়ে দশটা নাগাদ তাকে ফোন করেন জোনমণির মাতৃ। মেয়ে ফোন ধরে জানান তিনি অপর এক পুলিশ অফিসার এসআই আভা জ্যোতি রাভার সঙ্গে রয়েছেন। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছেন বলেও জানান জোনমণি। কিন্তু এগারোটা নাগাদ তাকে ফের ফোন করার পরে তার মোবাইল সুইচড অফ ছিল বলে জানিয়েছেন মাতৃ। তিনি বলেন এরপরেও কয়েক ঘন্টা ধরে ফোন করলেও মোবাইল বন্ধ ছিল।

এরই মধ্যে রাতে সরকারি বাসভবনে একা থাকার সময় আড়াইটা তিনটা নাগাদ তিনজন পুলিশ কনস্টেবল সহ পুলিশ সুপার এবং ডিএসপি এসে বাড়িতে তল্লাশি চালান। পুলিশের দলটি সারা ঘর তছনছ করার পাশাপাশি জোনমণি রাভার মাতৃর কাছ থেকে আলমিরার চাবি নিয়ে সেটা খুলে তার নিজের নগদ প্রায় এক লাখ ৪০০০০ টাকা ছাড়াও জোনমণির তিন লক্ষ টাকা সহ অন্যান্য কিছু নথিপত্র নিয়ে যায় পুলিশের দলটি। বিভিন্ন পশুধন বিক্রি করে বহুদিন ধরে জমানো এবং যেকোনো আপাতকালীন পরিস্থিতির জন্য রাখা টাকা পুলিশের দলটি তল্লাশি অভিযানের সময় নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এসআই জোনমণি রাভার মা। এমনকি সাদা কাগজে তার টিপ সই নিয়ে যায় পুলিশের দলটি। তবে এই মহিলা পুলিশ অফিসার মৃত্যু সংক্রান্তের সেই সময় তাকে কোনো তথ্য জানানো হয়নি বলে মাতৃ মন্তব্য করেছেন। উল্টো পুলিশ সুপার তাকে জানিয়েছেন এসআই জোনমণি রাভার বিরুদ্ধে লক্ষিমপুরে মামলা রজ্জু করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন অনুমতি ছাড়া মেয়ের মরণোত্তর পরীক্ষার পর জোনমণির মৃত্যুর খবর তাকে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া একজন পুলিশ অফিসার তাকে সংবাদ মাধ্যমে কোন ধরনের মন্তব্য না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে জানান তিনি।

এদিকে এই সম্পূর্ণ ঘটনায় একটি নতুন চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। লক্ষিমপুরে এসআই জোনমণি রাভার ইনফোর্মার হিসেবে কর্মরত জনৈকা হাসিনা বেগম বুধবার গুয়াহাটি মহানগরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি জোনমণির বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তার মাতৃর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মূলত ডিজিপি জিপি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কয়েকজন পুলিশ কর্তার সমর্থন এবং সহযোগিতায় লক্ষিমপুর জেলায় অব্যাহত থাকা নকল সোনা, নকল টাকার অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রের বিষয়ে জানাতে এসেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে হাসিনা বেগম বলেন তার খবর অনুযায়ী এসআই জোনমণি রাভা লক্ষিমপুরের নাওবৈসা এলাকায় আমিনা খাতুন নামক এক মহিলার বাড়িতে নকল সোনার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অজগর আলীকে গ্রেফতার করেছিলেন। তবে এই অভিযানের ক্ষেত্রে লক্ষিমপুর পুলিশ অথবা নাওবৈসা থানাকে কোন ধরনের তথ্য দেওয়া হয়নি। এর ফলে জোনমণি রাভার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন লক্ষিমপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুমা নেওগ, নাওবৈসা থানার আইসি সঞ্জীব বরা সহ ৪-৫ জন পুলিশকর্তা এবং নকল সোনা, নকল টাকার অবৈধ ব্যবসায়ী চক্র।

উল্লেখ্য গত সাত বছর ধরে লক্ষিমপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত হয়ে রয়েছেন রুমা নেওগ। গত ৯ মে অবশেষে তাকে বদলি করা হলেও তিনি লক্ষিমপুর জেলা ত্যাগ করেননি। নকল সোনার অবৈধ ব্যবসা সংক্রান্ত তার এবং হাসিনা বেগমের মধ্যের একটি টেলিফোনের কথোপকথন ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। হাসিনা বেগম বলেন এসআই জোনমণি রাভার জীবনের প্রতি হুমকি ছিল। তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছিল। এমনকি তার জীবনের প্রতিও হুমকি রয়েছে বলে বারংবার উল্লেখ করেছেন তিনি। পুলিশের একাংশ অফিসার এবং এই অবৈধ ব্যবসায়িক চক্র পরিকল্পিতভাবে জোনমণিকে হত্যা করেছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন এই মহিলা পুলিশ অফিসার কোনদিনও আত্মহত্যা করতে পারেন না। তার জীবনের প্রতি হুমকি রয়েছে সেটা এসআই জোনমণি রাভা জানিয়ে তাকে গুয়াহাটি চলে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন হাসিনা বেগম।

অন্যদিকে বুধবার জখলাবন্দা সরুভগীয়ায় দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত শুরু করেছে সিআইডির বিশেষ দল। সিআইডির এসপি ধ্রুব বরার নেতৃত্বে তিনজনের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ক্লুর সন্ধান শুরু করেছে। দলটি দুর্ঘটনা গ্রস্থ দুটি বাহন ও পর্যবেক্ষণ করেছে। পূর্ত এবং এমভিআই বিভাগ এক্ষেত্রে সিআইডি দলকে সহযোগ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসক বিস্তারিত জানবেন। তিনি এক্ষেত্রে বিশেষ কিছু জানেন না। তবে শোকাগ্রস্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করেছেন। কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল এসআই জোনমণি রাভার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন বলে জানান তিনি। বিধায়ক অখিল গগৈ ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন আদৌ যদি এটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তাহলে দোষীকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে। এজেপির সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এদিন জোনমণি রাভার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি উত্থাপন করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন দল সংগঠন এসআই জোনমণি রাভার অকাল মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত করে আসল সত্য উদঘাটনের জন্য পুলিশ প্রশাসন এবং সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন

বিমান বিধ্বস্ত হলো, বেঁচে গেল চার শিশু!

কলম্বিয়া ঃ কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বলছেন খবরটি দেশের জন্য খুব আনন্দের, কারণ, একটি বিমানের বাকি সবাই মারা গেলেও চার জন শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। বিমান দুর্ঘটনার দু সপ্তাহেরও বেশি পরে সুস্থ পাওয়া গেছে তাদের। গত পয়লা মে বৈমানিকসহ সাতজনকে নিয়ে অ্যামাজোনাস প্রদেশের আরাকুয়ারার এবং গুয়াভিয়ারে প্রদেশের সান হোসে দেল গুয়াভিয়ারে শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলের গহীন বনে বিধ্বস্ত হয় একটি বিমান। আকাশে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় হঠাৎ মাটিতে ধ্বেস পড়া বিমানটির কাউকে জীবিত উদ্ধার করা যাবে এমন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন সবাই। বন জুড়ে বিশাল সব গাছ। কোনো কোনোটির উচ্চতা ১৩০ মিটারেরও বেশি। সব জায়গায় রাস্তা নেই। রাস্তা যা আছে সেগুলোও খুব অপ্রশস্ত। কলম্বিয়ার সেনাবাহিনী, দমকল এবং বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের কর্মীরা তা সত্ত্বেও পাশের খরস্রোতা নদী হয়ে ঢুকে পড়েছিলেন অ্যামাজনে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেশ কিছু কুকুর নিয়ে অভিযান শুরু করা ১০০০রও বেশি সদস্যের সেই যৌথ বাহিনী হঠাৎ বনের ভেতরে চুলের ফিতা, কাঁচিসহ এমন কিছু জিনিস দেখতে পায়, যা দেখে মনে হয়েছিল কাছাকাছি কোনো জীবিত মানুষ থাকতে পারে। জিনিসগুলো দেখে আরো মনে হয়েছিল জীবিতদের মাঝে শিশুও রয়েছে। তাই তিনটি হেলিকপ্টার শুরুতে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে অ্যামাজনের আকাশে এমনি এমনি টহল দিলেও এক সময় বিমানে যে শিশুরা ছিল, তাদের দাদী, নানীদের ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করে বাজাতে শুরু করে। সেই বার্তায় দাদী, নানীরা নাতিনাতনিদের বলছিলেন, ''তোমরা এক জায়গায় থাকো। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেয়ো না।'' শেষ পর্যন্ত তাতেই কাজ হয়েছে। দাদী, নানীর কথা শুনে এক জায়গায় থেমে থাকায় উদ্ধারকর্মীরা এক সময় খুঁজে পায় তাদের। বুধবার তাই সুখবর দিয়েছে কলম্বিয়ার সেনাবাহিনী। জানিয়েছে, সোম আর মঙ্গলবার প্রাপ্ত বয়স্ক তিন জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, অবশেষে বিমানের বাকি চার জনকেও পাওয়া গেছে। চারজনকেই পাওয়া গেছে জীবিত অবস্থায়। জীবিত চার জনের মধ্যে একজনের বয়স ১৩ বছর, একজনের নয় বছর, একজনের চার বছর এবং বাকি একজনের বয়স মাত্র ১১ মাস! সেনা বাহিনীর বার্তায় আরো জানানো হয়, আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যাওয়া চার শিশুই হুইটোটো আদিবাসী পরিবারের সন্তান। বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পর তারা জঙ্গলের ভিতরে চলে যায়। বিমানের ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা জিনিস দিয়ে বনের ভিতরে অস্থায়ী ঘরের মতো কাঠামো তৈরি করে এতদিন থেকেছে তারা। ক্ষুধা নিবারণ করেছে বনের ফল, লতাপাতা খেয়ে। চার শিশুকে জীবিত উদ্ধারের খবর টুইটারে সানন্দে প্রকাশ করেছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো, লিখেছেন এটা 'দেশের জন্য আনন্দের' খবর।

রাজ্যের দুটি শিশু অবজারভেশন হোম ঘুরে দেখলেন এমসিপিচিআর সদস্যা ডাঃ দিব্যা গুপ্তা ঃ সারোগেসি এক অবৈধ ব্যবসা হিসাবে পরিগণিত হওয়ার মূল কারণ দরিদ্রতা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ নানা কারণে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুদের জন্য দেশের প্রতিটি রাজ্যে রয়েছে অবজারভেশন হোম। তবে বর্তমান এই অবজারভেশন হোম গুলোর পরিস্থিতি কি সেটা খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই নির্দেশ অনুযায়ী ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস (এমসিপিচিআর) অর্থাৎ জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা ডাঃ দিব্যা গুপ্তা অসম সফরে এসে রাজ্যের দুটি অবজারভেশন হোম পরিদর্শন করেছেন। সেখানে থাকা শিশুদের নানা বিষয়ে তুলে ধরার পাশাপাশি সারোগেসি এবং ডাক্তার দম্পতির শিশু নির্যাতন সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের বেলতলা স্থিত ডাইরেক্টোরেট অফ সোসিয়াল জাস্টিস অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেঃট কার্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এমসিপিচিআর সদস্যা ডাঃ দিব্যা গুপ্তা বলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন অবজারভেশন হোম সফল করছেন তিনি। ইতিমধ্যে ঝারখান্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ সফর করা হয়ে গেছে। এবার তিনি অসমে এসেছেন। ডাঃ দিব্যা গুপ্তা জানান রাজ্যের মেয়ে এবং ছেলে শিশুর একটি করে অবজারভেশন হোম ঘুরে দেখেছেন। মেয়েদের সেই শিশু গৃহে শুধুমাত্র দুটি রোহিঙ্গা কন্যা শিশু রয়েছে। অন্যদিকে মোট তেরোটি জেলা মিলিয়ে গঠন করা ছেলেদের অবজারভেশন হোমে ৫০টি শিশু রয়েছে বলে তিনি জানান। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসময়ে পরিস্থিতি ভালো বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন বিহারে ৫০টি শিশুর ক্ষমতা থাকা অবজারভেশন হবে ১০০টি শিশু রয়েছে। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা ডাঃ দিব্যা গুপ্তা বলেন শিশুদের সঙ্গে মতবিনিময় করে এটা জানা গেছে যে প্রত্যেক শিশু বর্তমান সমাজের মূল স্রোতে, নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে আগ্রহী। তাদের মনে যথেষ্ট অপরাধবোধ রয়েছে। এদিকে সারোগেসি সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন এটা এক অবৈধ ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে। তবে প্রতিটি সারোগেসি কেন্দ্রকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। প্রযোজনের তাগিদে অভিভাবকরা যাবতীয় আইন মেনে সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান পেতে সক্ষম হচ্ছেন। এক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সারোগেসি এক অবৈধ ব্যবসায় পরিগণিত হয়েছে। এটা বন্ধ হওয়া প্রযোজন। মূলত এর মূল কারণ দরিদ্রতা। টাকার লোভ দেখিয়ে দরিদ্র মহিলাদের সারোগেসির অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। ইতিমধ্যে সেরা দেশ জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ডাক্তার দম্পতির দুই শিশু নির্যাতন ঘটনা সম্পর্কে অবশেষে মুখ খোলেন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্যা ডাঃ দিব্যা গুপ্তা। তিনি বলেন এই ধরনের জঘন্য অপরাধ নজিরবিহীন। শিশু দুটি সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে তাদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছিল। এটাকে হিলিরিয়াস ক্রাইম বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। ডাঃ দিব্যা গুপ্তা বলেন শিশু দুটি বর্তমানও আম্মা এবং আব্বার কথা বলে ভয়ে আতঙ্কে শিহরিত হয়ে ওঠে। তাদের উপর অত্যাচার করা দোষী ডাক্তার দম্পতিকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেছেন তিনি।এমসিপিচিআর সদস্যা বলেন এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং খোঁজ খবর রাখাটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উল্লেখযোগ্য দিক। এমনকি জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন দিল্লি থেকে এই বিষয়ে কড়া নজর রাখবে বলে ঘোষণা করেন ডাঃ দিব্যা গুপ্তা। তাছাড়া রাজ্যে যেকোনো ধরনের শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ জনিত ঘটনা সম্পর্কে জানাতে রাজ্যের প্রতি আহবান জানিয়েছেন তিনি। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের ওয়েবসাইটে থাকা ইমেইলে এই অভিযোগ জানানো যাবে। তাছাড়া শিশুর জন্য এবং শিশুদের স্বার্থে কোন ব্যক্তি তথা প্রতিষ্ঠান যদি ভালো কাজ করছে সেটাও কমিশনকে অবগত করাতে সাধারণ জনতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডাঃ দিব্যা গুপ্তা।

শিশু নির্যাতনকারী ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ পস্ক আদালতের

ভুক্তভোগী শিশু দুটির জবানবন্দি গ্রহণ আদালতের, ম্যানেজার ঋতু রায়কে আদালতে হাজির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ভয়াবহ, অনৈতিক, অবিশ্বাস্য চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী গুয়াহাটি মহানগরের ভয়াবহ ডাক্তার দম্পতির শিশুর নির্যাতনের মামলায় অব্যাহত রয়েছে নিত্য নতুন ঘটনা। দুটি শিশুকে শারীরিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতনের অভিযোগে বন্দী মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে পস্ক আদালত। তাছাড়া ভুক্তভোগী শিশু দুটির জবানবন্দি গ্রহণ করার পাশাপাশি আদালত তাদের উপরে সংঘটিত অপরাধের বিস্তৃত বর্ণনা শুনেছে। ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ঋতু রায়কে আদালতে হাজির করানোর পর তার জবানবন্দিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য স্বনামধন্য, খ্যাতনামা ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের দত্তক নেওয়া প্রায় চার বছরের শিশু দুটির উপর চালানো শারীরিক নির্যাতন, মানসিক অত্যাচার এবং যৌন নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র অসম নয় বরং সারা দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রতি জন ব্যক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক অরাজনৈতিক বিভিন্ন দল সংগঠন ডাক্তার দম্পতির এই কার্যকলাপের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির স্বপক্ষে মতামত দিয়েছে। পুলিশের তদন্তে ইতিমধ্যে ঘটনার বহু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তবে এরপরেও পুলিশ নিজেদের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। এই ঘটনার সঙ্গে সারোগেসির বিষয়টি জড়িয়ে পড়ার পর থেকে অত্যাধিক তৎপর হয়ে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

উল্লেখ্য দুবার পাঁচ দিন করে নিজেদের হেফাজতে পাওয়ার পর বুধবার ফের হেফাজতের দাবী জানিয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে পস্ক আদালতে হাজির করিয়েছিল পুলিশ। অবশেষে এই মামলার গুরুত্ব বুঝে ডাঃ সঙ্গীতা দত্তকে ফেরে একবার তিনদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে পস্ক আদালত। এদিকে ভুক্তভোগী ২ শিশুকে এদিন পস্ক আদালতে নিয়ে এসেছিল পুলিশ। বিচারপতি দুই শিশুকে কোলে বসিয়ে খেলনা দিয়ে নানা কথার ছলে ঘটনার সবিশেষ জানতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। দুই শিশু ডাক্তার দম্পতির নানা অত্যাচারের বিষয়ে আদালতে বর্ণনা করেছে বলে জানা গেছে। আদালতে তাদের সিআরপিসি ১৬৪ ধারার অধীনে জবানবন্দীয় লিপিবদ্ধ করানো হয়েছে। তবে ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের সঙ্গে দুই শিশুর মুখোমুখি হতে দেয়নি পুলিশ। এক্ষেত্রে পুলিশের তরফে অতিরিক্ত সাবধানতা নেওয়া হয়েছিল।

অন্যদিকে সার্জেন্ট ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের দত্তের ম্যানেজার হিসেবে আট বছর ধরে কর্মরত ঋতু রায় রাজসাক্ষী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ডাক্তার দম্পতির ক্লিনিক অথবা চেম্বারে কর্মরত ছিলেন তিনি। এদিন তাকে আদালতে হাজির করিয়েছে পুলিশ। আদালতে সিআরপিসি ১৬৪ ধারার অধীনে ঋতু রায়ের জবানবন্দীয় লিপিবদ্ধ করানো হয়েছে। ডাঃ ওয়ালিউল ইসলাম এবং ডাঃ সঙ্গীতা দত্তের ম্যানেজার রাজসাক্ষী হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে পুলিশ ডাক্তার দম্পত্তির বিরুদ্ধে অধিক তথ্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া এই মামলার ক্ষেত্রে চার্জশিট দাখিলের সময় ডাক্তার দম্পতির দোষ সঠিকভাবে তুলে ধরতে ম্যানেজারের জবানবন্দি পুলিশের বহু কাজে আসবে বলে আইনি বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন।

১৯ বছর পর নাদালকে ছাড়া ফ্রেঞ্চ ওপেন, আগামী বছর অবসরের ইঙ্গিত

পর্থ (ওয়েবডেস্ক) ঃ চোট পেয়েছিলেন এ বছরের জানুয়ারিতে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলার সময় পাওয়া সেই চোট থেকে এখনো পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি। পুরো ফিটনেস ফিরে পাননি বলে খেলা হচ্ছে না এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে। মায়োর্কাতে আজ নিজের রাফায়েল নাদাল টেনিস একাডেমিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের মালিক।

২০০৫ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেনে অভিষেকের পর এই প্রথম এখানে খেলতে পারছেন না নাদাল। পুরোপুরি সেরে উঠতে তাঁর আরও কয়েক মাস সময় লাগবে। সেই হিসাবে উইম্বলডন মিস করারও শঙ্কা আছে নোভাক জোকোভিচের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গ্রান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ডের মালিকের। আগামী বছরের পর টেনিসকেই বিদায় বলে দিতে পারেন নাদাল। ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে এ টুর্নামেন্টে রেকর্ড ১৪টি শিরোপা জেতা নাদাল বলেছেন, 'আমি রোলাঁ গারোতে খেলতে পারব না। এ টুর্নামেন্টটা আমার কাছে কতটা, সেদিক বিবেচনা করে আপনারা বুঝতেই পারছেন, এটা আমার জন্য কতটা কষ্টের।'

নাদাল এরপর যোগ করেন, 'আগামী কয়েক মাস আমি খেলা চালিয়ে যেতে পারব না।' তাহলে কি ক্যারিয়ারের শেষ দেখতে পাচ্ছেন নাদাল? আর কি কোর্টে ফেরা হবে না তাঁর! এমন এক প্রশ্নের উত্তরে নাদাল বলেছেন, 'পেশাদার ক্যারিয়ারে হয়তো ২০২৪ সালই আমার শেষ বছর হবে।' চোট থেকে সেরে উঠলেও সব টুর্নামেন্টে খেলতে চান না নাদাল। ২০২৪ সাল পর্যন্ত কেন খেলতে চান, সেটা বোঝা যায় সংবাদ সম্মেলনে তাঁর একটি কথায়, 'আমার কাছে যে টুর্নামেন্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ, আমি শুধু সেগুলোতেই খেলতে চাই। আমি অলিম্পিকে খেলতে চাই।'

ভিনিসিয়ুস 'বোতলবন্দী' হওয়ার পর রিয়ালের কি 'প্ল্যান বি' ছিল

প্যারিস ঃ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম লেগে দুর্দান্ত খেলেছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার দারুণ আক্রমণ থেকে বল পেয়ে দূরপাল্লার শটে এগিয়ে দিয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদকে। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের গোলের পর চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে গত মৌসুমেরই পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে কি না, এমন যখন জল্পনাকল্পনা ঠিক তখনই ভিনিসিয়ুসের দারুণ গোলটিকেও পেছনে ফেলে ম্যানচেস্টার সিটিকে সমতায় ফেরান কেভিন ডি ব্রুইনা। কিন্তু ইতিহাদে ফিরতি লেগে সেই ভিনিসিয়ুসই প্রায় বোতলবন্দী।

ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে ভিনিসিয়ুসের ওপরই বড় ভরসা ছিল রিয়ালের। বার্নাব্যুর পারফরম্যান্সকে তিনি ছাপিয়ে গেলে কিংবা বার্নাব্যুর মতোই আরও একটি পারফরম্যান্স হলে হয়তো রিয়াল এতটা বেকায়দায় পড়ত না। ব্রাজিলিয়ান তারকা বেশ কয়েকবার নিচে নেমে বলের দখল নেওয়ার চেষ্টা অবশ্য করেছিলেন। বল পেলেও বেশি দূর এগোতে পারেননি। তাঁকে কড়া পাহারায় রেখেছিলেন সিটির অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার কাইল ওয়াকার। তাতে ভিনিসিয়ুস প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েন এবং পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে, কাইল ওয়াকার কার্লো আনচেলত্তির সবচেয়ে ভরসার জায়গাকে বোতলবন্দী করে রেখেছেন।

ওয়াকারকে দায়িত্বই দিয়ে রাখা হয়েছিল ব্রাজিলিয়ান 'ডেঞ্জারম্যান'কে বোতলবন্দী করে রাখার। তাতে সফল হওয়ার পর ম্যাচ শেষে এই ডিফেন্ডার বলেছেন, 'আমি ভিনিসিয়ুসকে আটকে রাখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। শারীরিকভাবে আমি ভিনির চেয়ে শক্তিশালী ও বড়। আমি জানতাম, এটাই আমার সুবিধা। ভিনিসিয়ুস দারুণ খেলোয়াড়। কিন্তু আমি তাঁকে ঠেকাতে আমার শক্তির দিকটা ব্যবহার করেছি।

তবে ওয়াকার বেশ অবাক হয়েছেন আনচেলত্তির কৌশলে। ভিনিসিয়ুস রিয়াল মাদ্রিদের আক্রমণের প্রাণভোমরা ছিলেন, এটা বোঝাই গেছে। কিন্তু ভিনিসিয়ুস 'বন্দী' হয়ে যাওয়ার পর আনচেলত্তির বিকল্প পরিকল্পনা কি ছিল, সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওয়াকার, 'আমাদের দলে গ্রিলিশ, ডি ব্রুইনা, সিলভা, হলান্ড থাকতেও আমরা এঁদের কারও ওপর এককভাবে নির্ভরশীল নই। রিয়াল মাদ্রিদের অনেক বড় বড় খেলোয়াড় আছে। ভিনিসিয়ুস এঁদের মধ্যে সেরা। কিন্তু তাঁকে আটকে দেওয়ার পর রিয়ালের প্ল্যান বি (বিকল্প পরিকল্পনা) কি ছিল!'

সেটি সম্ভবত ছিল না। ডাগআউটে অসহায় লেগেছে আনচেলত্তিকে কারণ তাঁর খেলোয়াড়েরা গোল করতে পারেননি। ফিরতি লেগ ৪-০ গোলের জেতায় দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ ব্যবধানের জয়ে সিটিই উঠেছে ফাইনালে।

ম্যাচের মধ্যেই গার্দিওলাকে 'শাটআপ' বলে ধমক ডি ব্রুইনার

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ইউরোপীয় ফুটবলে নিজেদের সেরা রাতটি কাল কাটিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার অসাধারণ কৌশল দারুণভাবে মাঠে প্রয়োগ করে পরাক্রমী রিয়াল মাদ্রিদকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছে তারা। প্রথম লেগে রিয়ালের মাঠে ১-১ গোলে ড্র করে নিজেদের মাঠে এসে স্কোরলাইন ৪-০! দুই লেগ মিলিয়ে গোল পার্থক্যটা ৫-১! নিখুঁত খেলায় জ্যাক গ্রিলিশ, কেভিন ডি ব্রুইনা, বেনার্দো সিলভারা মুগ্ধ করেছেন ফুটবলপ্রেমীদের। প্রতিপক্ষকে কীভাবে উড়িয়ে দিয়ে জেতা যায়, তার ধ্রুপদি উদাহরণ হয়েই থাকবে ম্যাচটি। কিন্তু এ ম্যাচের মধ্যেই একটা ঘটনা জন্ম দিয়েছে আলোচনার। আরএমসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ম্যাচের উত্তেজনার একপর্যায়ে ডি ব্রুইনা কোচ গার্দিওলাকে 'শাটআপ' বলেন। তবে ঘটনাটা কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলেনি তাঁদের সম্পর্কে। কী প্রসঙ্গে ডি ব্রুইনা 'শাটআপ' বলেছেন গার্দিওলাকে? ম্যাচের এক পর্যায়ে ডাগআউট থেকে উঠে এসে টাচ লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে গার্দিওলা বেলজিয়ান ফুটবলারকে চিৎকার করে বলছিলেন, 'বল বাড়াও, বল বাড়াও।' এ সময় ডি ব্রুইনা কোচের ওপর বিরক্ত হয়ে হাত নাড়িয়ে তাঁকে থামতে বলেন। ঘটনাটি ধরা পড়েছে টেলিভিশন সম্প্রচারেও। ম্যাচের শেষে স্প্যানিশ টেলিভিশন চ্যানেল মুভিস্টার গার্দিওলার কাছে জানতে চেয়েছিল ওই মুহূর্তটি সম্পর্কে। তিনি অবশ্য পুরো বিষয়টিকেই 'স্বাভাবিক' বলে হালকা করেছেন। গার্দিওলা বলেন, 'আমরা তখন ২-০ গোলে এগিয়ে। কিন্তু দলের খেলোয়াড়েরা সবকিছুতেই কেমন যেন একটু তাড়াহুড়া করছিল। বিরতির ঠিক পরপরই গুঙেদোয়ান বল হারায়। কেভিনও (ডি ব্রুইনা) অযথাই তিনবার বলের দখল হারিয়েছিল। এই সময় তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। এর বাইরে আমরা ম্যাচটা ভালোই খেলেছি।' দুর্দান্ত একটা মৌসুমের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এখন 'ট্রেবল' জয়ের স্বপ্ন দেখছে গার্দিওলা ডি ব্রুইনাদের ম্যানচেস্টার সিটি। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর একটি ম্যাচ জিতলেই হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতবে সিটি। ফাইনালে এরই মধ্যে উঠে অপেক্ষা তাদের এফএ কাপ জয়েরও। ২০২১ সালের পর আবারও কাল চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল নিশ্চিত করল সিটি রিয়াল মাদ্রিদকে দুই লেগে ৫-১ ব্যবধানে পেছনে ফেলে। প্রিমিয়ার লিগের কোনো দল এর আগে সর্বশেষ 'ট্রেবল' জিতেছিল ১৯৯৯। সেটি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

আর্জেন্টিনার এশিয়া সফরের প্রতিপক্ষ কারা

প্যারিস ঃ তিন তারকা জার্সিতে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার প্রথম দুই ম্যাচ ভুলে যাননি নিশ্চয়ই! ভোলার কথাও নয়। যেভাবে আর্জেন্টাইনরা বিশ্বকাপজয়ী দলটাকে অভিবাদন জানিয়েছিল, মেসিরা তো বটেই, যেকোনো আর্জেন্টাইন সমর্থকদের জন্যও ভোলা কঠিন। বিশ্বকাপের পর পানামা ও কুরাসাওয়ের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল তারা। যা পরিণত হয়েছিল উৎসবের মঞ্চে। আবারও প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। চূড়ান্ত হয়েছে ম্যাচ দুটির প্রতিপক্ষ।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরুর আগে এশিয়া সফর করবে লিওনেল স্কালোনির দল। সেখানে চীনের বেইজিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলবে আর্জেন্টিনা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের সম্ভাব্য তারিখ ১৫ জুন। পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়া। এই ম্যাচের সম্ভাব্য তারিখ ১৮ কিংবা ১৯ জুন। এর আগে টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছিল, আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া কিংবা চীন যেকোনো দল হতে পারে। চীনা ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে প্রতিপক্ষ হওয়া বিষয়ে আলোচনা সফল না হলেও দেশটির মাটিতে খেলা আয়োজনে সম্মত হয়েছে দুই পক্ষ।

অস্ট্রেলিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে দুই ম্যাচের পর ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু হবে আগামী সেপ্টেম্বরে। গত বছর বিশ্বকাপ জেতার পর আর্জেন্টিনা প্রথম মাঠে নামে গত মার্চে। ঘরের মাটিতে অনুষ্ঠিত ম্যাচ দুটিতে পানামা ও কুরাসাওকে উড়িয়ে দেয় মেসির দল। প্রথম ম্যাচে পানামাকে ২-০ গোলে হারানোর পর কুরাসাওকে হারায় ৭-০ ব্যবধানে। পানামার বিপক্ষে ক্যারিয়ারের ৮০০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন মেসি। এরপর কুরাসাওয়ে বিপক্ষে করেন হ্যাটট্রিক। সামনের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াও আর্জেন্টিনার জন্য পরিচিত প্রতিপক্ষ। কাতারে বিশ্বকাপ জয়ের পথে শেষ ষোলোতে অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা।

সংক্ষিপ্ত ››

গ্যাস সংকটের মধ্যেই আবারো আবাসিক খাতে দাম বাড়ানোর পাঁয়তারা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে আবাসিকে গ্যাসের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে চলমান গ্যাস সংকটের মধ্যে আবাসিক খাতে মিটারবিহীন গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। গ্যাস সংকটে মানুষ যখন নাকাল তখন দাম বৃদ্ধির এই প্রস্তাব করা হয়েছে। তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ দাবি করছে তারা দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেনি, শুধু মাসিক গ্যাস ব্যবহারের ইউনিট পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তিতাসের প্রস্তাব অনুযায়ী গ্যাসের ইউনিট পুনর্নির্ধারণ করা হলে গ্যাসের দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে আবাসিক খাতে এক চুলার বিল ৩৮৯ টাকা বেড়ে হবে ১ হাজার ৩৭৯ টাকা এবং দুই চুলার বিল ৫১২ টাকা বেড়ে হবে ১ হাজার ৫৯২ টাকা। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধিতে এমনিতেই হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। এরই মধ্যে গ্যাসের দাম পুনরায় বেড়ে যাওয়ার শঙ্কায় আছেন তারা। গ্যাস সংকটের মধ্যে এ ধরণের প্রস্তাবের দেয়ার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তিতাসের দাবি তারা দাম বাড়াতে নয় বরং 'সিস্টেম লস' কমাতে এই প্রস্তাব দিয়েছেন। যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা। এর আগে সবশেষ গত বছরের জুনে আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাসের দাম বাড়িয়েছিল বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) । তখন প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয় ১৮ টাকা। এরপর চলতি বছর ১৮ই জানুয়ারি সরকারের নির্বাহী আদেশে শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বাণিজ্যিক খাতে আবার গ্যাসের দাম বাড়ানো হলেও বাসাবাড়িতে বাড়ানো হয়নি। সে হিসাবে বর্তমানে মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকের মাসিক বিল এক চুলার জন্য ৯৯০ টাকা ও দুই চুলার জন্য ১০৮০ টাকা দিতে হয়। সে সময় মিটার ছাড়া গ্রাহকদের জন্য মাসে গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ দুই চুলায় ৬০ ঘনমিটার ও এক চুলায় ৫৫ ঘনমিটার ধরে এই দাম নির্ধারণ করেছিল বিইআরসি। গত দোসরা মে বিইআরসি'র কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে তিতাস অনুরোধ জানায়, যেন মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহক শ্রেণীর একমুখী ও দ্বিমুখী চুলার বিপরীতে মাসিক গ্যাস ব্যবহার যথাক্রমে ৭৬.৬৫ ও ৮৮.৪৪ ঘনমিটার পুনর্নির্ধারন করা হয়।

জন্মহার বাড়াতে এশিয়ার কিছু দেশ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে

টোকিও (ওয়েবডেস্ক)ঃ জাপানের সরকার ১৯৯০ দশক থেকেই দম্পতিদের বেশি সন্তান নেওয়ায় উৎসাহিত করার নীতি গ্রহণ করে। ২০০০ সালের পর দক্ষিণ কোরিয়াও একই নীতি নেয়। সিঙ্গাপুরে পড়তি জন্মহার ঠেকানোর জন্য বিশেষ নীতি নেওয়ার ইতিহাস আরও পুরনো।

চীনও এখন সেই পথ অনুসরণ করছে। কারণ ৬০ বছরের মধ্যে চীনেও প্রথমবারের মত জনসংখ্যা কমতে শুরু করেছে।

জন্মহার বাড়ানোর নীতি কার্যকরী করতে এসব দেশ ঠিক কত খরচ করছে তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন, তবে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুকইয়ল সম্প্রতি বলেছেন জনসংখ্যা বাড়াতে তার দেশ গত ১৬ বছরে ২০০০ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ খরচ করেছে। কিন্তু তারপরও গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রজনন হার ছিল বিশ্বে সবচেয়ে কম। নারী প্রতি শিশু জন্মের হার ছিল মাত্র ০.৭৮।

জাপানের অবস্থাও প্রায় একইরকম। গত বছর সেদেশে আট লাখেরও কম শিশু জন্ম নিয়েছে। এক বছরে এত কম শিশুর জন্ম সেদেশে আগে কখনও হয়নি।

জন্মহার বাড়াতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা শিশুকল্যাণের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নে বর্তমানের ১০ ট্রিলিয়ন ইয়েন (৭৪৭০ কোটি ডলার) বাৎসরিক বরাদ্দ দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই অর্থ জাপানের জিডিপির দুই শতাংশেরও বেশি।

বিশ্বের অনেক দেশ যেখানে তাদের জন্মহার কমাতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে কিছু দেশ জন্মহার বাড়াতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। জাতিসংঘের সর্বশেষ এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৭৬ সাল থেকে এমন দেশের সংখ্যা তিনগুণ হয়েছে।

কেন কিছু দেশ জনসংখ্যা বাড়াতে মরিয়া

এক কথায় উত্তর - জনসংখ্যা বাড়লে কাজের জন্য বেশি লোক পাওয়া যাবে, এবং তার ফলে পণ্য এবং সেবার উৎপাদন বাড়বে এবং সেইসাথে বাড়বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। জনসংখ্যা বাড়লে সরকারের খরচ বাড়ে ঠিকই, কিন্তু কর থেকে সরকারের আয়ও সেইসাথে বাড়ে।

তাছাড়া, এশিয়ার অনেক দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। যেমন, জাপানের জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বয়স এখন ৬৫ বা তারও বেশি। এশিয়ার আরও কিছু দেশের অবস্থাও কমবেশি একইরকম।

অথচ জনসংখ্যার দিক দিয়ে যে দেশটি এখন চীনকে ছাড়িয়ে গেছে সেই ভারতের জনসংখ্যার ২৫ শতাংশেরও বয়স দশ থেকে বিশের কোঠায়। ফলে, অনেক দেশের তুলনায় ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে এই জনসংখ্যা ভারতের জন্য ইতিবাচক হতে পারে।

একসন্তান নীতি বাতিল করেছে চীন

তাছাড়া, যখন দেশে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা কমতে থাকে, তাদের দেখাশোনার জন্য রাষ্ট্রের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়।

জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে অর্থনীতির ওপর তার খারাপ প্রভাব পড়ে। সেইসাথে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকলে অনেক দেশই বয়স্কদের দেখভাল করার ক্ষমতা হারায়, বলেন অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জুজিয়ান পেং।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জন্মহার বাড়ানোর জন্য নেওয়া প্রণোদনামুলক নীতিমালা কমবেশি একইরকম - নতুন বাবামায়ের জন্য সরকার থেকে বাড়তি অর্থ, বিনামূল্যে বা খুব কম মূল্যে শিক্ষার সুযোগ, নার্সারি সুবিধার প্রসার যাতে কাজের সময় মায়েরা নিরাপদে বাচ্চা রাখতে পারে, নতুন বাবামাদের জন্য কর ছাড় এবং বাচ্চা হওয়ার পর লম্বা ছুটির সুবিধা।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুর থেকে পাওয়া গত কয়েক দশকের পরিসংখ্যান বলে জন্মহার বাড়াতে নেওয়া বিভিন্ন নীতি খুবই কম কাজে দিয়েছে।

সম্প্রতি জাপানের অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের এক গবেষণা রিপোর্টে বলেছে 'নীতিগুলো ব্যর্থ হয়েছে'।

জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণও প্রায় একইরকম।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি নীতিমালা দিয়ে জনসংখ্যা বাড়ানো কমানোর কৌশল, প্রণোদনার লোভ দিয়ে নারীদের বেশি সন্তান নিতে উৎসাহিত করার কৌশল কাজ করে না, বিবিসিকে বলেন জাতিসংঘ পপুলেশন ফান্ডের অ্যালানা আর্মিটেজ।

কেন নারীরা বেশি সন্তান নিতে চাইছে না তার অন্তর্নিহিত কারণগুলো আমাদের বুঝতে হবে। মূল সমস্যা হচ্ছে অধিকাংশ সময়ই নারীরা তাদের কর্মজীবনের সাথে পারিবারিক জীবনের তাল রাখতে পারেনা, তিনি বলেন।

মিজ পেনের মতে, এশিয়ার চাইতে স্ক্যানডিভিয়ান দেশগুলোতে এসব নীতি অনেক বেশি কাজ করেছে।

তার প্রধান কারণ ঐ দেশগুলোতে সামাজিক সুরক্ষা অনেক ভালো, সন্তান মানুষ করার খরচ অনেক কম। নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য এশিয়ার দেশগুলোর চেয়ে অনেক কম।''

তাছাড়া, এসব ব্যয়সাপেক্ষ নীতিগুলোর অর্থ কিভাবে আসবে তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে, বিশেষ করে করে জাপানের মত দেশে যার সরকারি ঋণ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। জনসংখ্যা বাড়ানোর তহবিল জোগাড়ে জাপানে যেসব বিকল্প ভাবা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত সরকারি বন্ড বিক্রি, বিক্রয় কর বাড়ানো বা সামাজিক বীমার প্রিমিয়াম বাড়ানো।

সরকারি বন্ড বিক্রির মান সরকারি ঋণ বৃদ্ধি, যার অর্থ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর বাড়তি অর্থনৈতিক চাপ। আর অন্য যে দুই বিকল্প বিবেচনা করা হচ্ছে তা গরীব জনসাধারণের ওপর চাপ তৈরি করবে, যার জেরে তাদের মধ্যে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা আরও কমতে পারে।

কিন্তু ফ্রান্সের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইনসিডের অর্থনীতির অধ্যাপক আন্তোনিও ফাতাস মনে করেন এসব নীতি কাজ করুক আর না করুক এসব ব্যবস্থায় তহবিল যোগাতেই হবে।

হয়তো এগুলোতে জন্মহার বাড়ছে না, কিন্তু এসব ব্যবস্থা না থাকলে তখন কী হতো? হয়তো জন্মহার আরও কমতো, তিনি বলেন।

সহজ করা হচ্ছে অভিবাসন

ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যার জন্য অর্থনীতিকে প্রস্তুত করতে বিনিয়োগ করছে অনেক সরকার।

শ্রমশক্তি কমতে থাকায় অর্থনীতিতে তার নেতিবাচক প্রভাব কমাতে চীন প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনে প্রচুর বিনিয়োগ করছে, বলেন মিজ পেং।

এছাড়াও, রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের নীতিনির্ধারকরা তাদের অভিবাসন নীতি সহজ করার কথা চিন্তা করছেন যাতে বাইরের দেশ থেকে শ্রমিক আনা যায়।

পৃথিবী জুড়েই জন্মহার কমছে, ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে কাজের জন্য তরুণযুবক নিয়ে আসার প্রতিযোগিতা বাড়তে থাকবে, বলেন মিজ পেং।

জন্মহার বাড়ানোর পেছনে টাকা খরচ করে কাজ হোক আর নাই হোক, দেশগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য বিকল্পও তেমন নেই।

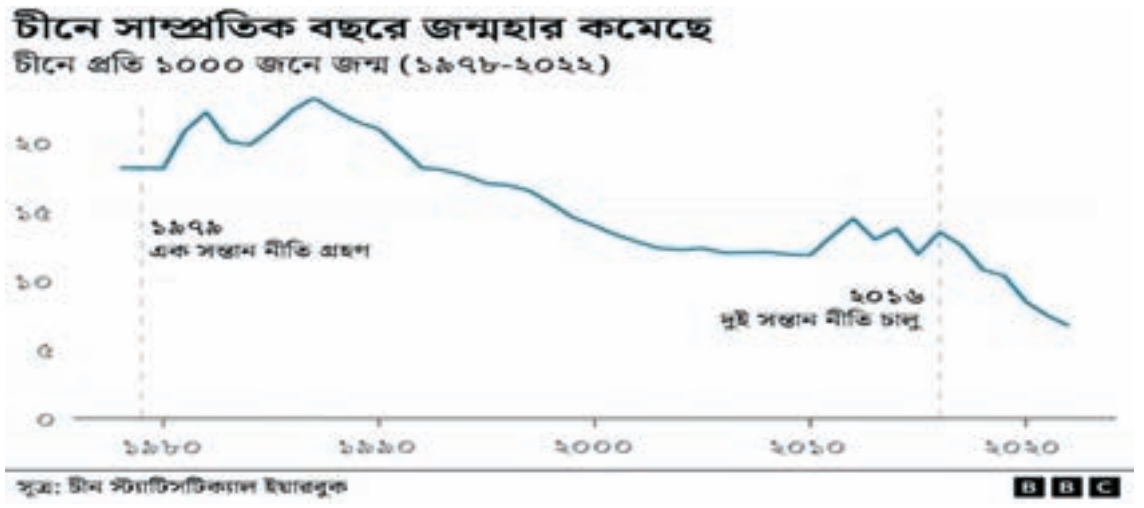

টুকরো খবর

শেখ হাসিনা কেন আমেরিকার সমালোচনায় সরব হলেন?

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত বেশ কিছুদিন যাবত আমেরিকার সমালোনায় সরব হয়েছেন। শেখ হাসিনা যেভাবে দৃঢ় কণ্ঠে ক্রমাগত আমেরিকার সমালোচনা করছেন, তাতে অনেকে বেশ অবাক হচ্ছেন। প্রকাশ্যে এই সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দেবার সময়। সর্বশেষ লন্ডনে বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারেও তিনি আমেরিকার সমালোচনা করতে পিছপা হননি। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ধারাবাহিক সমালোচনা দেশেবিদেশে অনেকের মাঝে ব্যাপক কৌতুহল তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য এবং সরাসরি সমালোচনার বেশ কয়েকমাস আগে থেকেই আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল যে দুই দেশের মধ্যে হয়তো কিছু 'অস্বস্তি' তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বর্তমান সরকারের এই টানাপোড়েন শুরু হয় ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে, যখন বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাব ও তার কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আমেরিকা।

শেখ হাসিনা আমেরিকার সমালোচনায় মুখর হবার আগেও ক্ষমতাসীন দলের কিছু সিনিয়র নেতাদের বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকার নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নানা তৎপরতা নিয়ে ক্ষমতাসীনদের মাঝে অসন্তুষ্টি তৈরি হয়েছিল আগেই। মি. হাস যখন নিখোঁজ বিএনপি নেতা সাজেদুল হক সুমনের ঢাকার শাহীনবাগের বাসায় যান তখন ক্ষোভ চেপে রাখেননি আওয়ামী লীগ নেতারা। র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আর নির্বাচন ঘিরে চাপ এই দুটা বিষয় মূলত বাংলাদেশ সরকারকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এমনটাই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। যদিও নির্বাচন নিয়ে চাপ থাকার বিষয়টি সরকার কিংবা আওয়ামী লীগের নেতারা কখনোই স্বীকার করেন না। র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ থাকার বিষয়টি প্রতীয়মান হয় আওয়ামী লীগ নেতাদের কথায়। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ বলেন, 'হঠাৎ করে আমরা দেখলাম, আমাদের প্রশাসনের ছয়জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলো। কেন? তারা নাকি মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। অথচ এই বাংলাদেশে একসময় জঙ্গিদের, সর্বহারাদের অনেক তৎপরতা ছিল। এই র‍্যাবকে দিয়েই তাদের দমন করে বাংলাদেশে শান্তি আনা সম্ভব হয়েছে।'

তিনি প্রশ্ন তোলেন, কার স্বার্থে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়া হলো?

এটা হয়তো পলিটিক্যালি মোটিভেটেড কাজ হতে পারে। সেটা হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই এখানে কোন না কোন ষড়যন্ত্র কাজ করছে,'' বলছেন মাহবুবউল আলম হানিফ। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের অনেক নেতার বিশ্বাস, বিরোধী দলগুলোর তদবির এবং অনুরোধে যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞা এসেছে। র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য বাংলাদেশের তরফ থেকে গত দেড় বছরে আমেরিকার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলেন, প্রথম দিকে ভাবা হয়েছিল, এটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি কথাবার্তা বলে সমাধান করা যাবে। কিন্তু প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট ভালো ধারণা না থাকার কারণে এখন হয়তো তারা একটু হতাশ হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই তারা অস্বস্তিতে ভুগছে, বলেন মি. কবির। ক্ষোভের আরেকটি কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন ইস্যু। সব দলের অংশগ্রহণে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছে আমেরিকা। এর বড় কারণ হচ্ছে, ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালের বিতর্কিত সাধারণ নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে জোরালো সমালোচনা আছে। গত কয়েকমাসে আমেরিকা এবং বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে যতগুলো বৈঠক হয়েছে তার প্রায় সবকটিতে আমেরিকার তরফ থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে এ ধারণা পাওয়া যায়। এপ্রিল মাসের ১০ তারিখে ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের মধ্যে যখন বৈঠক হয়, সেখানে বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন, মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতির নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়। মি. ব্লিঙ্কেন সে বৈঠকে বেশ পরিষ্কার করেই বলেছেন, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের দিকে আমেরিকা এবং পুরো বিশ্ব তাকিয়ে আছে।

নির্বাচন নিয়ে আমেরিকার ক্রমাগত চাপের কারণে ক্ষোভ থাকতে পারে বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির। 'দুই পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির বেশ পার্থক্য আছে। এখানে যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা এই চাপকে ভালো চোখে দেখছেন না। ফলে সেটা তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি তৈরি করেছে,'' বলছেন মি. কবির। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যেভাবে বাংলাদেশের শীর্ষ পর্যায় থেকে প্রকাশ্যে ক্ষোভ বা অভিযোগ জানানো হচ্ছে, সেটা বেশ বিরল বা চোখে পড়ার মতো বলে মনে করছেন এই কূটনৈতিক। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে যে একটা টানাপড়েন তৈরি হয়েছে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে নির্বাচন ঘিরে সরকারের ওপর বড় কোন চাপ নেই বলে বলছেন আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুব উল আলম হানিফ। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সরকারের ওপর নির্বাচন নিয়ে চাপ কেন থাকবে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সকল দলের অংশগ্রহণমূলক এবং অবাধ, সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। সেটা করতে আমরা বদ্ধপরিকর, সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে সকল প্রকার সহায়তা করতে প্রস্তুত। আমাদের বিদেশি বন্ধুরাও সেটাই চাইছেন। তাদের এবং আমাদের চাওয়ার মধ্যে তো পার্থক্য নেই। তাহলে তো কোন চাপও তো আসার কথা না। তাহলে সেজন্য কেন ক্ষোভ থাকবে?''

আওয়ামী লীগের ভেতরে অনেকে মনে করেন যে আমেরিকা 'নিরপেক্ষ অবস্থানে' নেই। তাদের ধারণা, আগামী নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের উদ্বেগের পেছনে বাংলাদেশের অনেক ব্যক্তি বা দলের ভূমিকা রয়েছে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, ''আপনাকে তো একটা নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকতে হবে। অন্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে নাকগলানো তাদের দেশের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ কি কোন কথা বলেছে, ট্রাম্প তো এখনো স্বীকার করে না নির্বাচন ফেয়ার হয়েছে। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। যখন বিদেশিরা এসে নাক গলায়, তখন আমাদের তো খারাপ লাগে।'' উদাহরণ হিসাবে তিনি বলছেন, র‍্যাবের ওপর মার্কিন সরকার ২০২১ সালে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। গত বছর ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের একটি শোকের দিকে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিএনপির ভাষায় গুম হওয়া একজন নেতার বাসায় গেছেন। একে 'পক্ষপাতমূলক' এবং 'দুঃখজনক' আচরণ বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। তবে বাংলাদেশের দূতাবাস নিয়ে সমালোচনা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল মে মাসের মাসের শুরুর দিকে একটি ব্রিফিংয়ে বলেছেন, 'সারা বিশ্বেই আমাদের রাষ্ট্রদূতরা যা করেন, ঢাকায় আমাদের রাষ্ট্রদূতও বাংলাদেশের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন দূত হিসাবে কাজ করেন। বাংলাদেশ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। এটি এমন একটি দেশ যার সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্ক গভীর করতে আগ্রহী।' বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের নির্বাচন, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কথা বললেও যুক্তরাষ্ট্রের আসল আগ্রহ আসলে ভূরাজনীতিগত। এই অঞ্চলে চীন বিরোধী যে বিশেষ বলয় তৈরির চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র, তারা চায় না বাংলাদেশ তার বাইরে চলে যাক।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
19:05:2023

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে 'উভয় সংকটে' মাঠ পর্যায়ের বিএনপি নেতাকর্মীরা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ আলতাফ হোসেন সুমন সিলেট জেলা ছাত্রদল সভাপতি এবং আসন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে তার 'শান্ত রাখি না কুল রাখি' দশা। তিনি নির্বাচনে অংশ নিলে নিজের জন্য সুবিধা। এলাকায় তার পরিচিতি বাড়বে এবং মানুষের সাথে যোগাযোগ বাড়বে। অন্যদিকে নির্বাচনে অংশ না নিলে দলের সুবিধা। সেক্ষেত্রে তিনি দলের অনুগত কর্মী হিসেবে পরিচিত হবেন। "দুই বছর আগে থেকে ইসলেশনের জন্য কাজ করছি। তখন তো কাউন্সিলরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ছিল না, আমি মানুষকে আশ্বাস দিয়েই নির্বাচন করবো। এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি আসলে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি, কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না," বলেন মি. সুমন। একই অবস্থা রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১১ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুজ্জামান টিটোর। নির্বাচনে অংশ নেবার জন্য তিনি ঘোষণা দিয়ে জনসংযোগও শুরু করেছেন। নির্বাচন নিয়ে দোটানায় পড়েছেন মি. টিটো। আমরা যেহেতু তৃণমূলকে নিয়ে চলি। আমরা তাদের ভালোবাসা মনোভাবটা বুঝতে পারি। এই নির্বাচনে অংশ নিলে ভালো হতো, তারা চায় আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি, বলেন মি. টিটো।

তাপমাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাবার আশঙ্কা, সক্রিয় হচ্ছে এল নিনো

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ অতি উত্তপ্ত এই বিশ্ব আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাপমাত্রা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন, ২০২৭ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে ৬৬ শতাংশ।

মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে যে পরিমাণ কার্বন নির্গমন হচ্ছে এবং চলতি বছরের গ্রীষ্মকালে আবহাওয়ার ধরন পরিবর্তনের যে সম্ভাবনা দেখছেন বিজ্ঞানীরা তা থেকেই এই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

যদি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে যায় তা উদ্বেগের , তবে সম্ভবত এটা অস্থায়ী হবে ¯বলছেন বিজ্ঞানীরা।

২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল দেশগুলো।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে যে, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বিশ্বে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি ভালোভাবে বুঝা যাবে।

প্রতি বছর বিশ্বের তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে গেলে এবং এক বা দুই দশক ধরে এটা চলতে থাকলে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি মারাত্মক প্রভাব দেখা যাবে। যেমনদীর্ঘ সময় ধরে তাপপ্রবাহ থাকা, মারাত্মক ঝড় ও তীব্র দাবানল দেখা যাবে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, কার্বন নির্গমন ব্যাপকভাবে কমিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি সীমিত রাখার সময় এখনও আছে। এজন্য দেশগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ দরকার।

১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ার অর্থ কী?

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই হিসাব সরাসরি কোনও পরিমাপ নয়, দীর্ঘ সময়ের বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ব কী পরিমাণ উত্তপ্ত হয়েছে বা শীতল হচ্ছে ¯এরকম একটি নির্দেশক এটি।

১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যকার গড় তাপমাত্রার হিসাব নিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে আধুনিক বিশ্ব কয়লা, তেল, গ্যাসনির্ভর হওয়ার আগে অর্থাৎ শিল্পায়ন যুগের আগে বিশ্ব কতটা উত্তপ্ত ছিল।

গত বছর বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ছিল ১৮৫০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যকার গড় তাপমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

বৈশ্বিক তাপমাত্রা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রমের অর্থ হলো ১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় পৃথিবী ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি উষ্ণ হয়ে উঠবে।

গত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীরা মনেকরতেন যে বিশ্বের তাপমাত্রা যদি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমায় পৌঁছে যায় তাহলে তার ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়বে। কিন্তু ২০১৮ সালে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেই তা বিশ্বের জন্য ভয়াবহ হবে।

গত কয়েক দশক ধরে আমাদের বিশ্ব উত্তপ্ত হচ্ছে। ২০১৬ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ছিল ১.২৮ সেলসিয়াস যা শিল্পায়নের আগে বিশ্বের যে তাপমাত্রা ছিল সেই তুলনায় অনেক বেশি।

এখন গবেষকরা বলছেন যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ওই সীমাও ছাড়িয়ে যাবে তারা ৯৮ নিশ্চিত যে ২০২৭ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা সীমা অতিক্রম করবে। গবেষকরা বলছেন বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে আগামী ২০ বছর, প্যারিস চুক্তিতে যেমনটা বলা হয়েছিল।

এল নিনো কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

দুটি মূল উপাদান রয়েছে ¯ প্রথমটি হলো মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে থেকে ক্রমাগত উচ্চ স্তরের কার্বন নির্গমন যা মহামারী চলার সময় কমলেও এখন বাড়ছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা হলো এল নিনোর সম্ভাব্য উপস্থিতি। আবহাওয়ায় এল নিনো সক্রিয় থাকলে মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উষ্ণতা বাড়ে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, গত তিন বছর ধরে বিশ্ব একটি লা নিনা'র মুখোমুখি হচ্ছে যা জলবায়ু উষ্ণায়নকে কিছুটা হলেও কমিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এল নিনোর প্রভাবে বিশ্বে যে অতিরিক্ত তাপ তৈরি হবে তার প্রভাবে আগামী বছর উষ্ণতা বাড়বে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। তবে এ বিষয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অফিসের দীর্ঘকালীন আবহাওয়া পূর্বাভাসের প্রধান অ্যাডাম স্কেইফ সাংবাদিকদের বলেছেন, ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো আমরা উষ্ণতা ১ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধির এতো কাছাকাছি রয়েছি।

এল নিনোর প্রভাব নিয়ে আমাদের যে পূর্বাভাস, তা শীতকালে দেখা যাবে।

কিন্তু পাঁচ বছরের সময়ের মধ্যে যা ঘটবে তার সঠিক দিন তারিখ আমরা এখনই দিতে পারবো না, এখন থেকে তিন বা চার বছরের মধ্যে এমনটা হতে পারে এল নিনোর প্রভাবে এমনটা ঘটতে পারে বলে মি. স্কেইফ।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, ২০২২-২০২৬ সালের মধ্যে অন্তত একটি বছর বিশ্বের ভূপৃষ্ঠের বার্ষিক তাপমাত্রা শিল্পায়নযুগের আগের সময়ের চেয়ে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হবে।

সংস্থাটি বলছে ¯ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কমপক্ষে একটি বছর সবচেয়ে উষ্ণ সময় দেখবে, যা ২০১৬ সালের রেকর্ড ভেঙে দেবে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর পেট্টেরি তালাস এক বিবৃতিতে বলেছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আবহাওয়ায় এল নিনোর (উষ্ণ সামুদ্রিক স্রোত) প্রভাব শুরু হতে যাচ্ছে। এর সঙ্গে মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে। স্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বরফ গলতে থাকায় অনেক প্রাণীর অস্তিত্ব এখন সংকটের মুখে।

কী প্রভাব পড়বে?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিল্প বিপ্লব শুরুর আগে বিশ্বের যে তাপমাত্রা ছিল তার থেকে বৃদ্ধির মাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা গেলে বড় ধরণের বিপদ এড়ানো যাবে। তা না পারলে বিপজ্জনক হয়ে পড়বে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং মানুষের জীবন।

অনেক বিজ্ঞানীর আশঙ্কা যে ভয়ঙ্কর এই পরিণতি ঠেকানোর আর কোনো উপায় নেই। বিশ্বের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে এর প্রভাব বিশ্বের একেক জায়গায় একেক রকম হবেঃ ব্রিটেনে বৃষ্টিপাতের মাত্রা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গিয়ে ঘনঘন বন্যা হবে। সাগরের উচ্চতা বেড়ে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ছোট অনেক দ্বীপ বা দ্বীপরাষ্ট্র বিলীন হয়ে যেতে পারে। আফ্রিকার অনেক দেশে খরার প্রকোপ বাড়তে পারে এবং পরিণতিতে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় অতিরিক্ত গরম পড়তে পারে এবং খরার প্রকোপ দেখা দিতে পারে।

কেন বিতর্কিত কাশ্মীরে জিটোয়েন্টির বৈঠক হোস্ট করছে ভারত?

শ্রীনগর (এজেন্সী) ঃ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রবল সমালোচনা হবে, এটা জেনেও কাশ্মীরের শ্রীনগরে জি টোয়েন্টি জোটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। সোমবার (২২শে মে) থেকে তিন দিনের ওই বৈঠক শুরু হওয়ার কথা। জাতিসংঘের সংখ্যালঘু বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোর্টিওর ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছেন, যে কাশ্মীরে 'সামরিক দখলদারি' চালানো হচ্ছে বলে বলা হয়, সেখানেই জি টোয়েন্টির বৈঠক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ভারত দেখাতে চাইছে কাশ্মীরের পরিস্থিতিতে ''আন্তর্জাতিক অনুমোদনের সিলমোহর'' আছে।

শ্রীনগরে ওই বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে পাকিস্তানও, যদিও তারা জি টোয়েন্টি জোটের সদস্য নয়।

ভারত অবশ্য এই ধরনের যাবতীয় সমালোচনাকে নস্যাৎ করে দাবি করেছে, জোটের প্রেসিডেন্ট দেশ হিসেবে ''দেশের যে কোনও প্রান্তে'' জি টোয়েন্টির বৈঠক আয়োজনের পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। অর্থাৎ, শ্রীনগর তথা কাশ্মীর যে ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই ভূখন্ড মোটেই বিতর্কিত নয় ¯ ভারতের এই পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বকে সেই বার্তাই দিতে চাওয়া হচ্ছে। বিজেপি সমর্থক দক্ষিণপন্থী তাত্ত্বিকরা তো আরও এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করছেন, পরের বার ভারত যখন আবার জি টোয়েন্টির চেয়ার হবে, তখন (পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের) মুজফফরাবাদে এই ধরনের বৈঠক হলেও অবাক হবার কিছু নেই।

এ বিষয়ে ভারতের সরকারি অবস্থানেও একটা পরিষ্কার 'ডিফায়ান্ট' বা সমালোচনা নাকচ করার দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যাচ্ছে।

জাতিসংঘের সংখ্যালঘু বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি (স্পেশাল র‍্যাপোর্টিওর) ফার্নান্দ দা ভ্যারেনেস সোমবার তার একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ভারত সরকারের সমালোচনা করে কিছু পোস্ট করেন।

কানাডার নাগরিক অধ্যাপক দা ভ্যারেনেস সেই সব পোস্টে লেখেন, (কাশ্মীরে) যেটাকে অনেকেই সামরিক দখলদারি বলে থাকেন, ভারত সরকার সেটাকেই একটা স্বাভাবিক চেহারা হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে।

ফার্নান্দ দা ভ্যারেনেস আরও দাবি করেন, ২০১৯ সালে ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক স্বীকৃতি বাতিল করার পর থেকে সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা অনেক বেড়েছে। বিরাট সংখ্যায় হিন্দুদের বাইরে থেকে সেখানে এনে ভূমিপুত্র কাশ্মীরিদের কোণঠাসা করে একটা 'ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন' চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। কাশ্মীরে অবাধ মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্বিচারে বেআইনি গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক কারণে নির্যাতন, স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ চলছে বলেও জানান অধ্যাপক দা ভ্যারেনেস।

আর (শ্রীনগরের বৈঠকে অংশ নিয়ে) জি টোয়েন্টি জোটও অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বাভাবিকতার এই ছদ্মবেশকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করতে যাচ্ছে, ওই পোস্টে লেখেন তিনি।

এর আগে পাকিস্তানও ভারতের এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত 'দায়িত্বজ্ঞানহীন পদক্ষেপ' বলে বর্ণনা করেছিল। গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে জারি করা এক বিবৃতিতে পাকিস্তান সরকার দাবি করে, কাশ্মীরে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকের আয়োজন করে ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবই লঙ্ঘন করছে।

ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার অবশ্য শ্রীনগরে জি টোয়েন্টি পর্যটন ওয়ার্কিং গ্রুপের এই বৈঠককে সফল করার জন্য পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শ্রীনগরকে কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে ও বহু টাকা খরচ করে শহরের সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যমে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে বৈঠকের সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন।

ইতিমধ্যে জেনেভাতে জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী দূতাবাসের পক্ষ থেকে স্পেশাল র‍্যাপোর্টিওর ফার্নান্দ দা ভ্যারেনেসের বক্তব্যের খুব কড়া জবাবও দেওয়া হয়েছে।

জোটের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারতের যে কোনও প্রান্তে বৈঠক আয়োজন করার এক্তিয়ার তাদের আছে, এ কথা জানিয়ে ভারতীয় দূতাবাস তাদের পাল্টা টুইটে বলেছে, অধ্যাপক দা ভ্যারেনেস বিষয়টির রাজনীতিকরণ করছেন এবং স্পেশাল র‍্যাপোর্টিওর হিসেবে তার পদেরও অমর্যাদা করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক স্তরে সমালোচনা হবে জেনেও কেন ভারত শ্রীনগরে এই বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিল?

পররাষ্ট্রনীতির বিশেষজ্ঞ ও দক্ষিণপন্থী চিন্তাবিদ শুভ্রকমল দত্ত এর জবাবে বিবিসিকে বলছিলেন, আপনি বরং বলুন কেন নেবে না? শ্রীনগরে যে কোনও আন্তর্জাতিক বৈঠক করার পূর্ণ অধিকার ভারতের আছে, আর তারা সেটাই করেছে।

ড.দত্ত আরও যুক্তি দিচ্ছেন, জাতিসংঘের দৃষ্টিতেও কাশ্মীরকে আর বিতর্কিত ভূখন্ড বলে ধরা হয় না। এমন কী নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরে গণভোট সংক্রান্ত যে সব প্রস্তাব নিয়েছিল সেগুলোও এত বছর পরে 'অপ্রাসঙ্গিক' হয়ে গেছে। কারণ ওই প্রস্তাবে পুরো কাশ্মীর থেকে যে সেনা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল সেটাই তো মানা হয়নি। জাতিসংঘের একাধিক মহাসচিবও স্বীকার করেছেন কাশ্মীর একটা দ্বিপাক্ষিক বিষয় ¯ ভারত আর পাকিস্তানকেই এই সমস্যা মেটাতে হবে, বলছিলেন শুভ্রকমল দত্ত। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, আরও বেশ কয়েক বছর বাদে জি টোয়েন্টির 'রোটেটিং প্রেসিডেন্সি' যখন ভারতের হাতে ফিরে আসবে, ততদিনে আজকের যেটা পাকিস্তানশাসিত কাশ্মীর সেটা ভারতের কব্জায় চলে এলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেখবেন সে দিন হয়তো ভারত মুজফফরাবাদেও জি টোয়েন্টির মিটিং হোস্ট করবে, আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে যোগ করেন তিনি।

সারকোজির সাজা বহাল, তাকে বন্দির ট্যাগ পরার নির্দেশ

প্যারিস ঃ ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি দুর্নীতির মামলায় তার কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করে হেরে গেছেন। ফ্রান্সের আপিল আদালত দুর্নীতি ও প্রভাব খাটানোর দায়ে তার তিন বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখেছে।

তবে আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে মি. সারকোজিকে হাজত বাস করতে হবে না। তিনি বাসাতেই থাকতে পারবেন কিন্তু এক বছর তাকে সবসময় বন্দিদের ওপর নজরদারির জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ট্যাগ হাতে পরে থাকতে হবে। মি. সারকোজিকে ২০২১ সালে তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, এর মধ্যে তাকে দুবছরের স্থগিত কারাদণ্ড দেয়া হয়। সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর একটি আইনি তদন্ত সম্পর্কে গোপনে তথ্য বের করার জন্য তার প্রভাব খাটিয়ে এক বিচারপতির সঙ্গে গোপন টেলিফোন লাইনে যোগোযোগ করেন ২০১৪ সালে এবং ঘুষের বিনিময়ে তাকে উচ্চ পদ পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন ¯ এই অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। তাকে ২০২১ সালে তিন বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়ে বিচারপতি ক্রিস্টিন মী তার রায়ে বলেন এই রাজনীতিক জানতেন তিনি যে কাজটা করছেন সেটা অন্যায়। তিনি আরও বলেন যে মি. সারকোজি এবং তার আইনজ্ঞের কার্যকলাপ ফ্রান্সের জনগণের কাছে বিচার ব্যবস্থার খুবই ন্যক্কারজনক একটা ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে।

প্রভাব খাটানো এবং পেশাগত গোপনীয়তা লংঘনের অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। ফ্রান্সে ৬৮ বছর বয়সী মি. সারকোজিই প্রথম কোন সাবেক প্রেসিডেন্ট যাকে কারাদণ্ড দেয়া হল।

বুধবার আদালতের এই রায়ের পর মি. সারকোজির আইনজীবী বলেছেন ফ্রান্সের অন্যতম সর্বোচ্চ আদালতে তারা নতুন করে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করবেন। নিকোলাস সারকোজি নির্দোষ, বলেন তার আইনজীবী জাকুলিন লাফঁ। আমার এই মামলা শেষ পর্যন্ত লড়ব।

মি. সারকোজির ওপর তিন বছরের জন্য কোনরকম সরকারি পদ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু দুর্নীতির মামলা রয়েছে। এটি তার মধ্যে একটি। মি. সারকোজি কোনরকম দুর্নীতি বা নীতিবিরুদ্ধ কাজের কথা অস্বীকার করেছেন। ফ্রান্সে ২০০৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মি. সারকোজি লিবিয়া সরকারের কাছে অবৈধভাবে তহবিল চেয়েছিলেন এই অভিযোগে মামলা আনার জন্য কৌঁসুলিরা এ মাসের গোড়ার দিকে অনুরোধ জানান। এক্ষেত্রে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটই একমাত্র চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন যে কোন অভিযোগে আদালতে মামলা নেয়া যাবে।

নিকোলাস সারকোজি ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত এক মেয়াদে ফ্রান্সের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার শাসনামলে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে মধ্য ডানপন্থী এই নেতা ফ্রান্সের অর্থনীতি সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং তিনি কড়া অভিবাসন নীতি চালু করেছিলেন। সমালোচকরা তার নাম দিয়েছিলেন ব্লিংব্লিং কারণ তার নেতৃত্বের স্টাইল ছিল অতিমাত্রায় কঠোর, তারকা প্রভাবিত এবং অতিরিক্ত সক্রিয়। প্রেসিডেন্ট হবার পর মডেল ও গায়িকা কার্লা ব্রুনির সাথে তার প্রেম ও তাকে ২০০৮ সালে বিয়ে করার মধ্যে দিয়ে নিকোলাস সারকোজির তারকা প্রীতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ২০১২ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হবার লড়াইয়ে তিনি সোসালিস্ট প্রার্থী ফ্রসোয়াঁ ওঁলাদের কাছে হেরে যান। এর পর থেকেই তার বিরুদ্ধে শুরু হয় একের পর এক বেশ কিছু অপরাধের অভিযোগে তদন্ত।